NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ই-মেলে স্বাস্থ্যভবন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

খোলাবাজারে হাতিয়ার বিক্রি হচ্ছে: দিলীপ ঘোষ ৪

কলকাতা ২৭ মে ২০২৫ ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৪৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.5.2025, Vol.18, Issue No. 344 8 Pages, Price 3.00

‘সিঁদুর যারা মুছে দেবে, তাদের মুছে যেতে হবে’

গুজরাতে রোড শো, ফের পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি মোদীর

আমদাবাদ, ২৬ মে: অপারেশন সিঁদুরের পর প্রথমবার গুজরাতের মাটিতে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে ভাদোদরা বিমানবন্দর থেকে বায়ুসেনার স্টেশন পর্যন্ত তিনি রোড শো করেন। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন কর্নেল সোফিয়া কুরেশির পরিবার। বলা বাহুল্য, মোদিকে স্বাগত জানাতে এদিন ভিড় উপচে পড়েছিল রাস্তার দু’ধারে। বেশিরভাগ মানুষের হাতেই ছিল জাতীয় পতাকা।

মোদীর রোড শো-তে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল কুরেশির বাবা তাজ মহম্মদ, মা হালিমা কুরেশি, দিদি সাইনা সনসরা এবং দাদা সঞ্জয় কুরেশি। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাজ বলেন, ‘আমরা গর্বিত প্রধানমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। সোফিয়া এখন দেশের মেয়ে। সে তার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।’ অপারেশন সিঁদুরের প্রশংসা করে কর্নেল কুরেশির মা হালিমা বলেন, ‘আমাদের বোনেদের মাথার সিঁদুর কেড়ে নিয়েছিল জঙ্গিরা। এই অপারেশন তারই প্রতিশোধ।’

গুজরাতের জনসভা থেকে আবার পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘যারা সিঁদুর মুছে দিতে আসবে, তাদেরও মুছে যেতে হবে, এটা নিশ্চিত।’ ‘অপারেশন সিঁদুর’কে ভারতীয়দের ‘সংস্কার’ এবং ‘ভাবনার অভিব্যক্তি’ বলেও উল্লেখ করেছেন মোদী।

সোমবার গুজরাতের দাহোদে একটি জনসভায় গিয়েছিলেন মোদী। সেখান থেকে পহেলগাঁওয়ের ঘটনার প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, ‘জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদীরা যা করেছে, তার পরে কি ভারত চুপ করে থাকতে পারত? মোদী কি চুপ করে থাকতে পারত? যখন কেউ আমাদের বোনেদের সিঁদুর মুছে দিতে আসবে, তখন তাদেরও মুছে যেতে হবে, এটা নিশ্চিত। অপারেশন সিঁদুর শুধুই একটা সামরিক অভিযান নয়। এটা ভারতীয়দের সংস্কার, ভাবনার অভিব্যক্তি।’ মোদী আরও বলেন, ‘যারা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে, তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, মোদীর সঙ্গে মোকাবিলা করা কতটা কঠিন।’

মোদী দাহোদের জনসভা থেকে বলেন, ‘সন্তানের সামনে তার বাবাকে গুলি করে দিচ্ছে। সে দিনের ছবি দেখলে আজও রক্ত গরম হয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা ১৪০ কোটি ভারতীয়কে চ্যালেঞ্জ করেছিল। মোদী সেটাই করেছে, যার জন্য দেশবাসী আমাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন।’ পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর সেনাবাহিনীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘তিন বাহিনীকেই আমি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। ওরা যা করে দেখিয়েছে, তা গোটা দুনিয়া গত কয়েক দশক ধরে দেখেনি। আমরা সীমান্তের ও পারে সন্ত্রাসবাদীদের সবচেয়ে বড় ন’টি ঘাঁটি খুজে বার করেছি। ২২ তারিখ ওরা যে খেলাটা খেলেছিল, ৬ তারিখ রাতে ২২ মিনিটের মধ্যে আমরা তা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি। তার পর পাকিস্তানি সেনা যখন দুঃসাহস দেখাল, তখন আমাদের সেনাবাহিনী তাদের অবস্থাও খারাপ করে দিল। ভারতীয় সেনার শৌর্যকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি।’ পাকিস্তানকে কটাক্ষ করে মোদী আরও বলেন, ‘দেশভাগের পর যে দেশটার জন্ম হয়েছিল, তার একমাত্র লক্ষ্যই হল ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করা। ভারতকে ঘেন্না করা। ভারতের ক্ষতি করা। কিন্তু ভারতের লক্ষ্য তা নয়। ভারতের লক্ষ্য দেশ থেকে দারিদ্র দূর করা। দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করে তোলা। আর দেশের সেনা মজবুত হলেই বিকশিত ভারত গড়া সম্ভব। আমরা তার জন্য অনবরত কাজ করে চলেছি।’ কিছু দিন আগে রাজস্থানের একটি জনসভা থেকেও ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পহেলগাঁওয়ের ঘটনা উল্লেখ করে বলেছিলেন, ‘আমার শরীরে এখন রক্ত নয়, সিঁদুর বইছে। এটা প্রতিশোধের খেলা নয়, এটা ন্যায়ের নতুন রূপ, যার নাম অপারেশন সিঁদুর।’ মোদীর সেই মন্তব্যের পর কড়া বিবৃতি দিয়েছিল পাকিস্তান। এই ধরনের মন্তব্যকে ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং উস্কানিমূলক’ বলে দাবি করেছিল তারা। গুজরাত থেকেও একই সুরে হুঁশিয়ারি দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

রোহিঙ্গা মুসলিমকে ভোটার বানাতে
তৃণমূলকে ১০ হাজার টাকা!
সিবিআই তদন্ত চাইলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গার নাম! নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ বিরোধী দলনেতার।

দু’হাজার ছাব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের নির্দেশিকা জারি হতে এখনও আট মাস বাকি। কিন্তু তার আগেই ভোটার তালিকায় ভয়ঙ্কর অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সিইও-র দপ্তরে যাওয়ার আগে কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে ফের বিস্ফোরক দাবি করলেন তিনি।

শুভেন্দুর অভিযোগ, প্রশাসন, তৃণমূল ও আইপ্যাকের যোগসাজশে টাকার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ‘এটা শুধু অরুণ গড়াই একার কাজ নয়। এর সঙ্গে কাকদ্বীপের এসডিও মধুসূদন মণ্ডল, ডিএম সুমিত গুপ্তও যুক্ত। ওখানে এক রোহিঙ্গা মুসলিম জানিয়েছেন, তিনি তৃণমূলকে ১০ হাজার টাকা দিয়ে ভোটার লিস্টে নাম তুলেছেন।’

এই অভিযোগকে জাতীয় নিরাপত্তা ও নির্বাচন ব্যবস্থা বিপন্ন হওয়ার ইস্যু হিসেবে ব্যাখ্যা করে শুভেন্দু বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে এত বড় দুর্নীতি হলে, মমতার পুলিশ কেন এফআইআর করবে? এটা তো জাতীয় ইস্যু। মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ দিয়ে এর তদন্ত হতে পারে না। এটা সিবিআই-এর মাধ্যমেই হওয়া উচিত।’ শুভেন্দুর সাফ কথা, ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা এবং তার অধীন এই ধরনের গুরুতর দুর্নীতির তদন্ত একমাত্র সিবিআই-ই করতে পারে। তিনি জানান, ‘আমরা এই বিষয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি জানাতে এসেছি।’

এছাড়াও তিনি বলেন, ‘আমার জানা অনুযায়ী, অরুণ গড়াই ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে একটি পিটিশন করেছেন যাতে এই মামলার তদন্ত সিবিআই-এর হাতে যায়। কারণ, অরুণ গড়াই আদালতে জানিয়েছেন;এই কাজ তিনি করেননি, তাঁকে এসডিও ও ডিএম চাপ দিয়ে করিয়েছে।’ তাঁর অভিযোগ এখানেই থেমে থাকেনি। শুভেন্দুর আরও অভিযোগ, ‘এটা শুধু একটি জায়গার ঘটনা নয়। সারা পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানের নাম ভোটার তালিকায় ঢোকানো হয়েছে। এইভাবে রোহিঙ্গাদের ঢুকিয়ে ২০২১ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে আইপ্যাককে সুবিধা করে দেওয়া হয়েছিল। এবার আমরা তা হতে দেব না।’

ভোটপর্ব চলাকালীন এই অভিযোগ রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। শুভেন্দুর বক্তব্য অনুযায়ী, রোহিঙ্গা নাগরিকদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার ঘটনা যদি সত্যি হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ দাবি করে।

যদিও এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন বা রাজ্য প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এক নজরে

অল্পের জন্য রক্ষা

■ অল্পের জন্য বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী। পুরীতে সমুদ্রে তাঁদের স্পিডবোট উলটে যায়। তবে বড়সড় বিপদ হয়নি। লাইফগার্ডদের তৎপরতায় উদ্ধার করা হয় তাঁদের।

বিস্তারিত খেলার পাতায়

কলেজিয়ামের সুপারিশ

■ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে উন্নীত করার জন্য তিন হাইকোর্টের দু’জন প্রধান বিচারপতি এবং এক বিচারপতির নাম কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করল শীর্ষ আদালতের কলেজিয়াম।

লহ প্রণাম...

নজরুলজয়ন্তী উপলক্ষে সোমবার রাজ্য সরকারের তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরের তরফে রবীন্দ্র সদনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নজরুলের ছবিতে মাল্যদানের পাশাপাশি নজরুলগীতিও গেয়ে শোনান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। *ছবি: অদিতি সাহা*

বিকাশ ভবনে ‘নিষ্ফলা’ বৈঠক
সরাসরি নিয়োগের দাবিতে দিল্লিমুখী ‘যোগ্য’ চাকরিহারারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরীক্ষা নয়, ন্যায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা। পুনরায় নিয়োগের দাবিতে এবার রাজধানীর পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত ‘যোগ্য’ প্রার্থীদের। এসএসসির বাতিল হওয়া প্যানেলে নাম থাকা বহু চাকরিচ্যুত শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীর দাবি, নতুন করে বাছাই নয়, আগেই সিবিআইয়ের হাতে জমা দেওয়া ওএমআর শিটের ভিত্তিতে যেন নিয়োগপত্র দেওয়া হয়।

সোমবার দুপুরে বিকাশ ভবনে শিক্ষাসচিব বিনোদ কুমারের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে বসেন আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি দল। প্রায় দু’ঘণ্টার আলোচনার পর তাঁদের অভিযোগ, বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি। তাঁদের মতে, এই প্রশ্নগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা কেবল মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীই দিতে পারেন। আলোচনার শেষেই উঠে আসে বৃহত্তর পদক্ষেপের কথা। এবার আন্দোলনের গতিপথ রাজ্য পেরিয়ে পৌঁছতে পারে দিল্লিতে।

২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে সুপ্রিম কোর্ট পুরো প্যানেল বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে। এই রায়ে প্রায় ২৬ হাজার প্রার্থী চাকরি হারিয়েছেন। আদালত জানিয়েছে, ২০২৫ সাল শেষ হওয়ার আগেই রাজ্যকে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। কিন্তু যাঁরা নিজেরাই নিজেদের ‘যোগ্য’ বলে দাবি করছেন, তাঁদের অনেকে এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ। প্রতিনিধি দলের দাবি, নতুন করে কোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি যেন না দেওয়া হয়। বরং যাঁদের উত্তরপত্র সিবিআই যাচাই করে ‘নিয়মমাফিক’ বলে চিহ্নিত করেছে, তাঁদের নিয়েই একটি বিশেষ প্যানেল গঠনের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের দাবি, আদালতের রায় তাঁদের প্রতি সুবিচার করেনি। তাই রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে এবার কেন্দ্রীয় স্তরে আওয়াজ তোলাই লক্ষ্য।

সারা দেশে হাজার ছাড়াল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: দেশজুড়ে হাজার ছাড়াল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ভারতে অ্যাক্টিভ কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ১০০০ পার করল। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে সোমবার সকাল পর্যন্ত ভারতে অ্যাক্টিভ কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১০০৯। সারা দেশের সঙ্গে এই খবরে কপালে ভাঁজ বঙ্গবাসীর।

আইসোলেশনে ৫৫ বছরের এক মহিলাও। গত ১৯ মে শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে খবর, গত সাত দিনে এই নিয়ে রাজ্যে ১৮ জন করোনা আক্রান্তর হদিশ মিলেছে। তবে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টিভ রোগী কেরলে, সংখ্যা ৪৩০। আক্রান্তের সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানে মহারাষ্ট্র। আক্রান্তের সংখ্যা ২০৯। পাশাপাশি রাজধানী দিল্লিতে আক্রান্ত ১০৪ জন। গুজরাত ৮৩ এবং তামিলনাড়ুতে ৬৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। করোনায় এখনও পর্যন্ত দেশে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে মহারাষ্ট্রে ৪, কেরলে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। একইসঙ্গে তাঁরা এও জানাচ্ছেন, মিউটেট হওয়া এই ভাইরাসের প্রাণঘাতী ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। সেই কারণেই আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। সাবধানবাণী রয়েছে কোমর্বিড রোগী, প্রবীণ, অন্তঃসত্ত্বা এবং শিশুদের জন্য। এদিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রক এক রিপোর্ট প্রকাশ করে জানিয়েছে, ১৯ মে থেকে ২৬ মে-র মধ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫২ জন। সোমবার সকাল পর্যন্ত দেশে অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা ১ হাজার ৯। ভারতের নানা রাজ্যের ল্যাবে পরীক্ষিত কোভিড রোগীদের মধ্যে ৫৩ শতাংশের নমুনায় জেএন.১ ভ্যারিয়েন্টের হদিশ মিলেছে। পাশাপাশি বিএ.২ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছে ২৬ শতাংশের নমুনায়। অন্যান্য ওমিক্রমের সাব ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত ২০ শতাংশ।

নিম্নচাপের জেরে সপ্তাহভর ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সকাল থেকেই ছিল আকাশের মুখ ভার। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নচাপের জেরে সোমবার সারাদিনই কলকাতা -সহ বিভিন্ন জেলায় লাগাতার বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে।

আগামী তিন দিনের মধ্যেই রাজ্যে ঢুকতে পারে মৌসুমী বায়ু। এ বার এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এর জেরে আপাতত সপ্তাহভর ঝড়বৃষ্টি চলতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। সপ্তাহ জুড়ে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। তাই আগামী কয়েক দিনের জন্য মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপরেও জারি হয়েছে সতর্কতা।

আলিপুর জানিয়েছে, সোমবার মধ্য-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে আরও কিছুটা পথ এগিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। প্রবেশ করেছে মিজোরাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডের স্থলভাগেও। আগামী তিন দিনে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উপকূলীয় বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির পাশাপাশি সিকিম হয়ে উত্তরবঙ্গে ঢুকবে। এ ছাড়া, মঙ্গলবারই বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ দানা বাঁধার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে হাওয়ার গতি অনুকূল থাকার কারণে বুধবার থেকে পর পর কয়েক দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় ভারী ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইবে ঝোড়ো হাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসকে সত্যি করেই সোমবার সকাল থেকে ছিল আকাশের মুখ ভার। এদিকে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় লাগাতার এই বৃষ্টি হয় নিম্নচাপের জেরে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী তিন দিনের মধ্যেই উত্তরবঙ্গ হয়ে বর্ষা ঢুকে পড়বে রাজ্যে। সাগরে নিম্নচাপের জেরে বুধবার থেকে সমুদ্র উত্তাল থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর। আপাতত চার দিন মৎস্যজীবীদের পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার উপকূলে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সুন্দরবনের উপকূল জুড়ে দুর্যোগের আগাম প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে প্রশাসন। সোমবার সকাল থেকেই বকখালি ও গঙ্গাসাগরের মতো এলাকাগুলিতে মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে। সমুদ্রসৈকতে পর্যটকদের নিরাপত্তায় পুলিশবাহিনীও মোতায়েন করা হয়েছে। পানীয় জল ও শুকনো খাবার মজুত করে রাখা হয়েছে এখন থেকেই। সম্ভাব্য দুর্যোগের মোকাবিলায় প্রতিটি ব্লক অফিসে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম।

দুর্যোগে বিপর্যস্ত মুম্বই, জারি লাল সতর্কতা

মুম্বই, ২৬ মে: ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই। আগামী ২৪ ঘণ্টা মুম্বই শহর এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টির ‘লাল সতর্কতা’ জারি করেছে মৌসম ভবন। সোমবার বিকেলে মৌসম ভবন জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রের বেশ কিছু অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দুর্যোগের সময়ে আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য সেনা এবং নৌসেনাকেও প্রস্তুত থাকার জন্য অনুরোধ করেছে মহারাষ্ট্রের প্রশাসন। শিন্ডে জানিয়েছেন, বৃহন্মুম্বই পুরনিগম, সেনা এবং নৌসেনা; প্রত্যেকেই পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য তৈরি রয়েছে। কিছু মহাসড়কও জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে। মুম্বই মেট্রোর ৩ নম্বর লাইনে আচার্য আটরে চক থেকে ওরলি পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু অঞ্চলে রেললাইনেও জল জমে গিয়েছে, যার জেরে মুম্বইয়ের হারবার শাখায় ট্রেন পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তি সিআরপিএফ জওয়ানের

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: এবার পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগ উঠল সিআরপিএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে! জানা গিয়েছে, দেশের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক গোপন তথ্য পাক গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দিত ওই জওয়ান। গত দু’বছর ধরে চরবৃত্তি চালিয়ে গিয়েছে সে। অবশেষে সোমবার দিল্লি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ। সোমবার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, ২০২৩ সাল থেকে পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তি চালিয়ে গিয়েছে সিআরপিএফ জওয়ান মোতি রাম জাট। দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত গোপন তথ্য সে তুলে দিত পাকিস্তানের গোয়েন্দা আধিকারিকদের হাতে। শুধু তাই নয়, পাক গোয়েন্দাদের তরফে নানাভাবে অর্থও পাঠানো হত অভিযুক্ত সিআরপিএফ জওয়ানকে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৬/০৭/২০২৪ 1st Court জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর বারাসাত কোর্টে 3633 নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Mokinur Jaman ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার ছেলে Tamiz Hossain Birth Certificate No- B/2023/ 923059, Md. Sahanur Jaman @ Tamiz Hossain সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

NAME CHANGE

I, Utsha Ray D/o Utpal Kumar Roy residing at (Flat No - BF-95) Yugashanti Co-Op Hsg Society, St. No-167, AA-1, Bidhannagar, P.S. – New Town Dt - 24 Prgs (N), Kol – 156 have changed my name and henceforth be known as Utsha Roy as declared before Notary Public at Kolkata MM Court, Dt - 24 Prgs (N) W.B vide affidavit No-6, Dt – 23/05/2025. Utsha Ray and Utsha Roy both are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **শ্রী মধুসূদন নস্কর**, পিতা স্বর্গীয় ফটিক চন্দ্র নস্কর, বেহালা ADSR অফিসে ০৪৯৩৩/২০২২ নং দলিল মূলে, দাতাদ্বয় যথাক্রমে **শ্রী বিনোদ তেওয়ারি** ও **শ্রীমতী মমতা তিওয়ারি** হইতে জমি খরিদ করেন। বিক্রিত জমি উক্ত দাতাদ্বয় বেহালা ADSR অফিসে, ১ নং বহির ১৬০৭-২০১৬ নং ভলিউমের ২২৬২১৫ নং হইতে ২২৬২৪০ নং পাতায় বর্ণিত ০৬৯৫৯/২০১৬ নং দলিল মূলে **শ্রী সরিত কুমার দাস** ও **শ্রী সমিত কুমার দাসের** আমমোক্তারনামা নিযুক্ত **শ্রী পার্থ রায়**, পিতা- স্বর্গীয় রাসমোহন রায়, এর নিকট হইতে ADSR বেহালা অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত, বুক নং -৪, ভলিউম নং ১৬০৭-২০১৬, ১২৯৫২-১২৯৬৯ নং পাতায় লিখিত ০০৫১৮/২০১৬ নম্বর আমমোক্তারনামা দলিল মূলে মৌজা- গন্যেগঙ্গাধরপুর, জেল নং- ২৮, এল আর দাগ নম্বর -৬৯৯, এল আর খতিয়ান নম্বর- ২৭৬১, ২৭৬০ ভুক্ত কমবেশি ০৫ শতক জমি খরিদ করিয়াছিলেন।

এক্ষণে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নিজ নাম বরাবর মিউটেশন করার জন্য ঠাকুরপুকুর মহেশতলা বি এল এন্ড এল আরও অফিসে আবেদন করিয়াছে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

TUSHAR MONDAL (Advocate)
CMM, Bankshall Court
F-893/1999

নাম-পদবী

আমি BABLU CHAUHAN S/O- Mehilal Chauhan, R/O- 25 Champa Khal Lane P.O.- Rishra P.S.- Serampore Dist Hooghly-712248, ভুলবশত আমার PF (NO-WX3361) and ESI (4109947592) তে আমার নাম লিখা আছে Babloo Nonea S/O- Sheonandan Nonea আসল আমার ঠিক নাম হলো Bablu Chauhan S/O- Mehilal Chauhan, গত ২৩/০৫/২০২৫ তারিখ LD. জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট SERAMPORE কোর্ট থেকে affidavit (5099) করে এই প্রমাণ করছি জে BABLU CHAUHAN S/O- MEHILAL CHAUHAN আর BABLU NONEA S/O- SHEONANDAN NONEA দুই জন এক আর অভিন্ন ব্যক্তি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **শ্রী সমীর চক্রবর্ত্তী**, পিতা- ৺স্বপন চক্রবর্ত্তী, সাং চরমাজদিয়া মধ্যপাড়া, পোঃ চরব্রহ্মনগর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া গত ইং ১৬.০৫.২০২৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ৫২৫২/২৫নং একখানি বিক্রয়কোবালা দলিলবলে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ৯১নং বারুইহুদা মৌজায় RS খতিয়ান নং ৫৯১, LR খতিয়ান নং ১৬০২, দাগ নং RS ২২, LR ১৩৫, শ্রেণী ইটখোলা, বর্তমানে ভিটি ফাঁকা, পরিমাণ ৩.৩০ শতক সম্পত্তি **সুনীল কুমার বিশ্বাস**, পিতা-৺গয়ানাথ বিশ্বাস, সাং কালিপুর (সত্যপীরতলা), পোঃ ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে ক্রয় করেন। **সুনীল কুমার বিশ্বাস** উক্ত সম্পত্তি গত ইং ২০.০১.২০১৫ তারিখের কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের ০৮নং আমমোক্তারনামা দলিলবলে **সুদীপ্ত মোদক**, পিতা দীপক মোদক, সাং- গোলাপট্টি, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

নজরুল কাদির মন্ডল (এ্যাডভোকেট),
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

... ২৩৮৪, বর্তমান L.R. খতিয়ান ৩২৮০। উক্ত খতিয়ান হইতে MN/2025/1503/16562 ও MN/2025/1503/16572 নং কেস মূলে আমার থাকিলে মধ্যমগ্রাম B.L. & L.R.O. অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারেন।

ইন্দ্রজিৎ দে
রীমা রক্ষিত দে
ফতেবার, পশ্চিম মেদিনীপুর

আমমোক্তারনামা

আমি সোনিয়া সুলতানা স্বামী - সাবির আহমেদ, মৌজা- খাঁলপুর ৩৯, থানা+ .জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৪ এল. আর. খতিয়ান- ১৮, এল. আর.দাগ নং - ৮৯, আমমোক্তার দলিল নং- ৪৬/ ০৩/০৭/২০১৩, মুর্শিদাবাদ এ.ডি. এস .আর লালবাগ। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনরুপ আপত্তি বা মতামত থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করিবেন নতুবা আইনানুগ ব্যবস্থা হইবে।

(M- 9732704358)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী অশোক বিশ্বাস**, পিতা- অষ্টম বিশ্বাস, সাং বগুলা পূর্বপাড়া, পোঃ বগুলা, থানা- হাঁসখালী, জেলা নদীয়া, পিন-৭৪১৫০২, পঃবঃ-এর ...

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তার নামা

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura, Enrol. No. F/423/652/2017

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

Prasenjit Das, Advocate, Krishnagar Judges Court, Nadia

নোটিশ

... দয়াবাদান্তে
আপনাদের বিশ্বস্ত
রিঙ্কা বিশ্বাস (এ্যাডভোকেট)
৭/২ বীরপাড়া লেন, পুষ্কর অ্যাপার্টমেন্ট
২য় তল, ফ্ল্যাট নং- ৩সি, কলকাতা-৭০০০৩০
মোবাইল নং- ৬২৯১৩৬৮৯৫৯

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অরুন কুমার চক্রবর্ত্তী, পিতা- মৃত অমর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাং- শিমুলতলা, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া গত ইংরাজী ২৭.১০.২০১১ তারিখের কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসের IV- 312/11 নং এবং ইংরাজী ২৫.০৭.২০১৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসের IV-146/13 নং দুইখানি আমমোক্তার নামা বলে প্রাপ্ত হইয়া জেলা- নদীয়া, থানা- কোতয়ালীর অন্তর্গত ৫২ নং রুইপুকুর মৌজায় এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৪৪, ৩২৫৮, ১৩৫৫, ৪৯০, ৩৩৫০, ৩৫২৩, ২০৫, ৫০৬, আর.এস. দাগ নং ২৮৩৬, এল.আর. দাগ নং ৭৭৭৪, শ্রেণী আমন, পরিমান মোট ৪০ শতক সম্পত্তি শ্রীমতী সোনা চক্রবর্ত্তী, স্বামী- শ্রী স্বপন চক্রবর্ত্তী, সাং ও পোঃ- জাহাঙ্গীরপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়াকে গত ইংরাজী ১৬.১২.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসের I-12321/24 নং একখানি কোবলা দলিলমূলে বিক্রয় করেন। ঐ একই মৌজায়, একই খতিয়ান ও দাগে ৩৬ শতক সম্পত্তি ১৬-১২-২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসের I-12322/24 নং একখানি কোবলা দলিলমূলে শ্রীমতী কৃষ্ণা বিশ্বাস, স্বামী শ্রী অশোক কুমার বিশ্বাস, সাং নতুন দিঘী লেন (নেদের পাড়া), পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া বরাবর বিক্রয় করেন এবং ঐ একই মৌজায় ও ৩৩৫০, ৩৫২৩, ২০৭, ৫০৬, ৪৯০ নং- খতিয়ানে ও ৭৭৮৬ নং দাগে গত ইংরাজী ৩০-১০-২০২৪ তারিখের A.R.A.- II, Kolkata অফিসের I-12870/24 নং একখানি কোবলা দলিলমূলে ৩৬ শতক সম্পত্তি শ্রীমতী কৃষ্ণা বিশ্বাস, স্বামী শ্রী অশোক কুমার বিশ্বাস, সাং নতুন দিঘী লেন (নেদের পাড়া), পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া বরাবর বিক্রয় করেন। এক্ষনে উক্ত ক্রেতাগণ তাহাদের ক্রীত সম্পত্তি তাহাদের নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL & LRO অফিসে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস,
এ্যাডভোকেট,
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **শ্রী সৌরদীপ সরকার,** পিতা স্বপন সরকার, সাকিন উত্তর সিমলা, পো : চুঁচুড়া, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১০২, দুটি প্রাক **দলিল নং I-1315/1960 তারিখ ১৪.০২.১৯৬০, শান্তি লতা দে** এর অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত এসআর চুঁচুড়া এবং দলিল নং **I-1986/1985 তারিখ ১৯.০৩.১৯৮৫, শ্রী রমেন্দ্র চন্দ্র দে সরকারের** অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর হুগলি, চুঁচুড়া সমীপে সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ এরিয়া ৭ ডেসিমেল, আরএস প্লট নং ৩৪৫, আরএস খতিয়ান নং ১৯, এলআর প্লট নং ৩৯৯, এলআর খতিয়ান নং ৯৩৪/৫, এলআর খতিয়ান নং ৯৮৮২, মৌজা : সিমলা, জেএল নং ১৬, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরবর্তীতে **চুঁচুড়া থানায় জিডিই উল্লেখ্য জিডিই নং ১৬৩, তারিখ ০৩.০৫.২০২৫** দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি/গণ উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনও আধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ বা দাবি বা আপত্তি কোনওরূপ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে প্রামাণ্য নথি সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট নোটিশ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও দাবি অধিকার আপত্তি ইত্যাদি গ্রাহ্য হবে না এবং উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট দায় থেকে মুক্ত এবং উক্ত বর্তমান মালিক যেকোনও ব্যক্তি/গণ বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে হস্তান্তর, দায়বদ্ধ, বন্ধক বা আরোপ করা যেকোনও রূপভাবে করতে অধিকারী হবেন।

শ্রীমতি দেবশ্রী মজুমদার
অ্যাডভোকেট
ঠিকানা : আসানসোল কোর্ট, যোগাযোগ নং : ৯৪৭৫৯৪০১৯৪/৮৯১৮৯৬৭১৫০
ইমেল আইডি : debashreemazumdar2017 @gmail.com

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ...

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনস্ অ্যাড এজেন্সি

শ্যাম কমিউনিকেশন,

মানসী অ্যাড এজেন্সি,

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,

দিব্যিয়া হাউস,

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,

A2Advantage Ad Agency,

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
maatara.adagency@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৭ শে মে , মঙ্গল বার । ১২ ই জ্যৈষ্ঠ। অমাবস্যা তিথি মুহূর্ত সকাল ৮/৪৬ মিঃ পরে শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথি । জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী রবি, ও বিংশোত্তরী ও রবি র মহাদশা। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব ।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি ।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি। । বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈর্য্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(পন্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রয়াণ দিবস।
শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রম্ভচারী প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নিজ গলায় গান গেয়ে বিদ্রোহী কবিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: এদিন মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল না। তবে নবান্ন থেকে ফেরার পথে আচমকাই হাজির হলেন রবীন্দ্রসদনে। মঞ্চে উঠে তথ্য ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে বলেন, 'তোমার গান শুনতে এসেছি।' উত্তরে ইন্দ্রনীল অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের গলায় একটা গান গাওয়ার। তার প্রেক্ষিতে মুখ্যমমন্ত্রী বলেন, 'আমি তো চর্চা করি না। সকাল থেকে ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে আর বক বক করতে করতে গলার সুরটাই নষ্ট হয়ে যায়।' পাশে বসে থাকা রূপঙ্কর, ইমন, রাঘব, মনোময়দের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ওদের বসিয়ে রেখে আমার গান গাওয়া শোভা পায় না।' এরপর অবশেষে মাইক হাতে নেন মুখ্যমন্ত্রী। আগাম জানিয়ে দেন, 'কথার ভুল ধরো না। কাগজ নেই, ছোটবেলায় রেডিওতে শুনে যেটুকু শিখেছি।' এরপর ইন্দ্রনীল শুরু করেন গান, 'নয়ন ভরা জল গো তোমার, আঁচল ভরা ফুল।' তবে দ্বিতীয় পংক্তিতে 'ফুল যদি নিই তোমার হাতে' বলতে না বলতেই মুখ্যমন্ত্রীর বাধা, 'ভুল... তুমি ভুল সুরে গাইছো।' তারপর নিজেই গোড়া থেকে গান ধরেন। প্রসঙ্গত, পয়লা বৈশাখে নিজের লেখা ও সুরে গান গেয়েছিলেন, বিদেশ সফরেও গেয়েছেন বারবার। এদিন নজরুল জয়ন্তীতেও তার ব্যতিক্রম হল না।

হোয়াটসঅ্যাপে প্রশাসন চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের আর্থিক সঙ্কট নিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য সরকারি খরচে লাগাম টেনে ধরার সাম্প্রতিক নির্দেশিকাকে নিশানা করে তিনি কটাক্ষ করেন, 'মমতা সরকারের আর্থিক কৌশল পশ্চিমবঙ্গকে দেউলিয়াত্বের খাদের কিনারায় ঠেলে দিয়েছে। এই মুহূর্তে এ রাজ্য কার্যত দেউলিয়া।' শুভেন্দু দাবি করেন, 'এখন ১০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে কোনও বিল অনুমোদনের জন্য রাজ্য ডিরেক্টরেট অফ ট্রেজারিজ অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস-এর ছাড়পত্র এবং রাজ্য সরকারের 'গোল্ডেন নোড' প্রয়োজন। এর অর্থ, সরকার স্বীকার করে নিচ্ছে তারা দেউলিয়া হয়ে গেছে।' তাঁর অভিযোগ, 'একটা গোটা প্রশাসন চলছে হোয়াটসঅ্যাপ গোষ্ঠীতে! সরকারি নথিপত্র বা দাপ্তরিক নির্দেশ নয়, মুখ্যমন্ত্রী হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট করছেন। তথ্য চেপে রাখার এমন অপচেষ্টা বেশিদিন টিকবে না। সরকারি যোগাযোগ এড়িয়ে গোষ্ঠী চ্যাটে রাজ্য চালানো যায় না।' যদিও এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য অর্থ দপ্তর সূত্রে এই অভিযোগের কোনও পাল্টা প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ডেঙ্গু নিধনে পঞ্চায়েত স্তরে সাফাই অভিযান শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষার আগে ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগ রুখতে সোমবার থেকে পঞ্চায়েত স্তরে বিশেষ সাফাই অভিযান বা পালস মোড ক্লিনিং শুরু হয়েছে। ২০ জুলাই পর্যন্ত লাগাতার এই ৫৬ দিনের কর্মসূচিকে ১৪ দিনের চারটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপে মশার সম্ভাব্য মশার প্রজনন স্থলগুলিকে একাধিকবার সাফাই করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সাফ-সাফাইয়ের ক্ষেত্রে জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে। গত বছর যেসব ব্লকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা গিয়েছিল সেসব এলাকায় এবার বাড়তি নজর রাখা হচ্ছে। গোটা প্রক্রিয়ার সমস্ত তথ্য নির্দিষ্ট পোর্টালে নিয়মিত আপলোড করা হবে। উল্লেখ্য, ডেঙ্গু প্রতিরোধে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় আবর্জনা চিহ্নিতকরণ ও কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারির জন্য রাজ্য পঞ্চায়েত দফতর বিশেষ পোর্টাল চালু করেছে । এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোথায় আবর্জনার স্তূপ জমেছে, তা জিও-ট্যাগ করে ম্যাপ তৈরি করা হবে। এরপর সেই সব স্থানে দ্রুত সাফাই নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ চালাবে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর।

মনোনয়নপত্র তুলতে দিতে 'বাধা'র অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বালি সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে কার্যত বিরোধীশূন্য লড়াইয়ের পথে তৃণমূল কংগ্রেস। ৬২টি আসনের সবকটিতেই মনোনয়ন ফর্ম তোলা হয়েছে শাসক দলের তরফে। সোমবার ছিল মনোনয়ন ফর্ম তোলার শেষ দিন। দেখা যায়, বিরোধী কোনও প্রার্থী ফর্মই তোলেননি। তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা ৮৭টি ফর্ম তুলতে পারেননি, প্রত্যেকটি আসনে একজন করে মূল প্রার্থী, বাকিরা 'ব্যাকআপ'।

এদিকে মনোনয়ন জমার দিন ধার্য রয়েছে ২৭ ও ২৮ মে, স্ক্রুটিনি ৩০ মে, মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ৩১ মে। তবে বিরোধীরা কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না নামায় তৃণমূলের কার্যত ৬২-০ জয় একপ্রকার নিশ্চিত বলেই মনে করছেন তৃণমূলের দলীয় নেতৃত্ব। তৃণমূল কর্মীদের উৎসবে ভেসে উঠতে দেখা যায় সোমবারই। ব্যাঙ্ক চত্বরে সবুজ আবিরে রাঙিয়ে, মিষ্টিমুখ করে বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ করেন তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাশ মিশ্র। তাঁর বক্তব্য, 'সাত বছর পর এই ব্যাঙ্কের পরিচালন সমিতি আমরা দখল করলাম। সব আসনে আমরাই জিতেছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই এই জয়।' অন্যদিকে বিজেপি রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই কড়া ভাষায় বলেন, 'তৃণমূল গণতন্ত্র মানে না, এটা বালির সমবায় নির্বাচনে আবার প্রমাণিত হল। কৈলাশ মিশ্র ও রানা চট্টোপাধ্যায়ের গোষ্ঠী বিরোধীদের মনোনয়নপত্র তুলতেই দেয়নি।

অম্য নন্দন সিনহা পূর্ব রেলের আইজি-প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার (আরপিএফ) পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

আবাসন শিল্পে 'ডুলাক্স মায়েস্ট্রো' চালু করল আকজোনোবেল ইন্ডিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: আকজোনোবেল ইন্ডিয়া, বিশ্বব্যাপী পেইন্ট এবং কোটিং কোম্পানি হিসাবে যাঁদের নাম প্রসিদ্ধ, তাঁরা ইতিমধ্যেই 'ডুলাক্স মায়েস্ট্রো' প্রোগ্রাম চালু করেছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ভারতের স্থপতি এবং ডিজাইনাররা নয়া ভারতের জন্য আধুনিক আবাসন গড়ে তুলতে পারবেন সহজেই। এই প্রসঙ্গে, আকজোনোবেল ইন্ডিয়ার নির্বাহী পরিচালক রোহিত টোটলা বলেন, 'আকজোনোবেল-এর ৭০ বছরের অভিজ্ঞতায় তৈরি ডুলাক্স মায়েস্ট্রো, মেট্রো শহরের বাইরেও ডিজাইন-সচেতন। জায়গাগুলিকে পুনর্কল্পনা করার জন্য ইন্টেরিয়র ডিজাইনার এবং আর্কিটেক্টদের ক্ষমতায়ন করছে।' ডুলাক্স মায়েস্ট্রো প্রোগ্রামটি আর্কিটেক্ট এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইনারদের জন্য ব্যাপক ব্যবসায়িক সহায়তা প্রদান করে। এর ফলে পেইন্ট, ভিজ্যুয়ালাইজেশন এবং কাস্টমাইজেশন সহজ হয়।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ২৭ মে ২০২৫, ১২ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার

ই-মেলে স্বাস্থ্যভবন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্য ভবন উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি এল ডেপুটি ডিরেক্টর হেলথ সার্ভিসের কাছে। এই মেলের খবর পেতেই দ্রুত তৎপর হয় বিধাননগর থানার পুলিশ। সূত্রে খবর, ৪টি আইইডি বিস্ফোরণের হুমকি দিয়ে ইমেল পাঠানো হয়। সোমবার দুপুর ১২ টার পরে মেলটি চোখে পড়তেই আতঙ্ক ছড়ায় কর্মীদের মধ্যে। বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গেই জানানো হয় স্থানীয় থানায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। এই খবর পাওয়ার পরই স্বাস্থ্য ভবন চত্বর জুড়ে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। কার্যত ঘিরে রাখা হয় স্বাস্থ্য ভবন চত্বর।

এই ঘটনায় বিধাননগর কমিশনারেটের তরফ থেকে জানানো হয় যে, কোনও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়নি। তবুও সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে স্বাস্থ্য ভবনের প্রতিটি তলা ও ঘর খুঁটিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। এমনকি ম্যানহোলের ঢাকনা সরিয়ে তল্লাশি চালায় পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি ভুয়ো ইমেল। কেউ হয়তো ইচ্ছে করে পুলিশকে হেনস্থা করার জন্য এই মেল পাঠিয়েছে। তবে বিষয়টিকে কোনও ভাবেই হালকা করে দেখছে না পুলিশ।

প্রসঙ্গত, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সংঘাতের পর থেকেই দেশের নানা প্রান্ত সাইবার হামলার চেষ্টা করেছে পড়শি দেশ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসফল হলেও কিছু কিছু ভারতীয় সংস্থার মেল আইডি হ্যাক করতে পেরেছিল পাক হ্যাকাররা। এই হুমকি মেলের নেপথ্যেও পাক-যোগ রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কারণ এখনও পর্যন্ত কে বা কারা এই মেল পাঠিয়েছে তা জানা যায়নি। সাম্প্রতিক সময় এই তথ্য সামনে এসেছিল যে পাকিস্তান এবং চিন ভারতে সাইবার হানার চেষ্টা করছে। স্বাস্থ্য ভবন সংক্রান্ত এই হুমকি মেলে তাদের হ্যাকারদের জেনারেট করা কিনা, সে ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত নয় পুলিশ। তবে মেলে হুমকির যা ভাষা তাতে অনুমান, স্থানীয় কেউই শুধুমাত্র পুলিশকে হেনস্থা করার জন্য বা খবরে আসার জন্য এমন কাজ করেছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ভবন চত্বরে চলে চিরুনি তল্লাশি। বিধাননগর পুলিশের সাইবার শাখার নেতৃত্বে এই তল্লাশি শুরু হয়। একইসঙ্গে আরও কোনও মেল বা হুমকি ফোন এসেছে কিনা, সে ব্যাপারেও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।

স্মার্ট মিটার নিয়ে কপালে ভাঁজ বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের একাংশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেশ কয়েক মাস ধরে একটা খবর বাজারে শোনা যাচ্ছে। রাজ্যে নাকি চালু হতে চলেছে 'স্মার্ট মিটার'। আর এই স্মার্ট মিটার লাগানো হলে বিদ্যুৎ অফিসের মিটার রিডিংকর্মীদের আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিটার দেখতে হবে না। কারণ, এই স্মার্ট মিটারের সাহায্যে এবার অফিসেই বসে জানা যাবে কোন গ্রাহক কী পরিমাণ বিদ্যুৎ মাসে খরচ করেছেন। এবার রাজ্য সরকারের এহেন পদক্ষেপে কপালে ভাঁজ মিটার রিডিং যাঁরা করেন তাঁদের। এমনকি কান পাতলে এমনও শোনা যাচ্ছে যে, কাজ চলে যাওয়ার ভয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতিও নাকি নিচ্ছেন তাঁরা। তবে এ ব্যাপারে আগে ভাগে কিছু বলতে নারাজ কর্মীরা। এদিকে ইতিমধ্যে শহর ও আশপাশের এলাকায় স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, স্মার্ট মিটার একধরনের আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা বিদ্যুৎ খরচ, ভোল্টেজ ইত্যাদি রেকর্ড করে। এই তথ্য সরাসরি বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে চলে যায়। অফিস থেকেই এই মিটার বন্ধ বা চালু করা সম্ভব। এই মিটারে একটি সিম কার্ড থাকবে, যা ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যদি কোনও গ্রাহক আগাম টাকা না ভরেন, তাহলে অফিস থেকেই তাঁর মিটার বন্ধ করে দেওয়া যাবে। তবে টাকাপয়সা না থাকলেও ৩০০ টাকা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যাবে, পরে সেই টাকা দিতে হবে। আর এখন যে মিটারগুলি রয়েছে, সেগুলো স্মার্ট নয়। তাই বাড়ি গিয়ে দেখতে হয়, মিটার রিডিংয়ে কত দেখাচ্ছে। আবার সেগুলো দূর থেকে চালু বা বন্ধও করা যায় না। স্মার্ট মিটার সেই সমস্যা দূর করবে। সূত্রে খবর, এই স্মার্ট মিটার বসার জেরে কলকাতায় প্রায় হাজার খানেক কর্মীর চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সঙ্গে এও জানা গিয়েছে, যাঁরা এই মিটার রিডিংয়ের কাজ করেন তাঁরা আদতে একটি ঠিকাদার সংস্থার ছত্রছায়ায় রয়েছেন। এই সম্পর্কে এই কর্মীরা জানান, স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে। তাই তাঁদের কাজ কমছে। অন্যদিকে ঠিকাদার সংস্থাটির তরফ থেকে অন্য কোনও কাজও দেওয়া হচ্ছে না। উল্টোদিকে ঠিকাদার সংস্থার দাবি, তারা শুধু মিটার রিডিংয়ের কাজ পেয়েছিল, এখন নতুন কাজ দেওয়ার সুযোগ নেই। এই ঘটনায় বিরোধী শিবিরের বক্তব্য, ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইনে কাউইকে স্মার্ট মিটার নিতে বাধ্য করা যায় না। কিন্তু রাজ্য সরকার জোর করে মানুষকে এই মিটার নিতে বাধ্য করছে। এতে অনেকের অসুবিধা হবে। বিশেষত যাঁরা কৃষিকাজ, দোকান চালান। তাই রাজ্য সরকারের উচিত এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসা। এই ঘটনায় বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিক অবশ্য জানান, 'অনেকেই এখনও বুঝতে পারছেন না স্মার্ট মিটার কী, তাই রাজি হচ্ছেন না। আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি। এই মিটার বসালে গ্রাহকরা অনেক সুবিধা পাবেন।'

কালীঘাটে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তারে সামনে এল বিস্ফোরক তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! কালীঘাটে রবিবার পুলিশকর্মীকে ধাক্কা মারার ঘটনায় যে সব তথ্য একের পর এক সামনে আসছে তাতে এই আপ্তবাক্যটি মনে পড়াই স্বাভাবিক। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করতেই সামনে এল ভয়ঙ্কর সব তথ্য। অভিযুক্ত ভুয়ো তথ্য দিয়ে নিজের পরিচয় গোপনের চেষ্টা করছেন। শুধু তাই নয়, বৈধ পাসপোর্ট বা ভিসাই নেই ধৃত এই বাংলাদেশি নাগরিক আজাদ শেখের। অথচ, বছর একচল্লিশের আজাদ ভারতে রয়েছেন ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে।

আর এখানেই উঠেছে বড় প্রশ্ন, যাঁর কাছে ভিসা বা পাসপোর্ট নেই, তিনি কীভাবে খাস কলকাতায় এতদিন ধরে লুকিয়ে থাকলেন। কলকাতা পুলিশের বক্তব্য অনুসারে, আজাদ শেখ তাঁর প্রকৃত পরিচয় গোপন করে সরকারি কর্মীদের সামনে ভুয়ো তথ্য জমা দেন। দাবি করেন, তিনি উত্তর ২৪ পরগনার খাসসনকদাহর বাসিন্দা। তবে পরে তাঁর প্রকৃত ঠিকানা জানতে পারে পুলিশ। আদতে সে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারির বাসিন্দা। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এর পর যে প্রশ্ন সামনে আসে তাতে কীভাবে ওই ব্যক্তি ভারতে এসে আস্তানা বানালেন। তার থেকেও বড় প্রশ্ন, এই ভুয়ো পরিচয়ে প্রাইভেট গাড়িই বা পেলেন কীভাবে বা ওই গাড়ির নথিপত্র কার নামে তারও খোঁজ করছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। সঙ্গে এও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, এই গাড়ির নথিপত্রে আদৌ আজাদের নাম আছে, নাকি অন্য কারও সহযোগিতায় এই গাড়ি তাঁর হাতে এসেছে। পাশাপাশি এ প্রশ্নও উঠেছে, আজাদ কীভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে এলেন, কারা তাঁকে এখানে আশ্রয় দিল এবং তাঁর দীর্ঘদিনের ভারতবাসের পেছনে কোনও সংগঠিত চক্র কাজ করেছে কি না সেটাই এখন খুঁজে বার করতে চাইছে পুলিশ। একইসঙ্গে কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বেআইনি অনুপ্রবেশ রুখতে রাজ্যে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হয়েছে, কোনও ধরনের সন্দেহজনক অনুপ্রবেশের খবর থাকলে তা পুলিশের কাছে জানাতে।

এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে ধোঁয়া-চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট নাগাদ এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে হঠাৎ ধোঁয়া দেখা দেওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ব্লু লাইনের দিকে প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি চলমান সিঁড়ির নীচে থাকা একটি ঘর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেন কর্মীরা। সঙ্গে সঙ্গেই সক্রিয় হয় মেট্রো রেলের অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ।

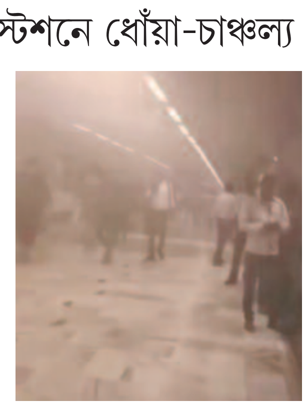

সূত্রের খবর, ওই ঘরে বহু বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রাখা ছিল। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই এই ধোঁয়ার উৎপত্তি। তবে বড়সড় বিপদের আশঙ্কা থাকলেও, প্রশিক্ষিত কর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ব্যবহার করা হয় মেট্রো রেলের নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। ঘটনাস্থলে দ্রুত হাজির হন রেল পুলিশ ও দমকল কর্মীরাও। যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথমে কিছুই বুঝে উঠতে না পারলেও, বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। মেট্রো রেল পরিষেবা স্বাভাবিকভাবেই চালু ছিল এবং কোনও প্রকার বিঘ্ন ঘটেনি বলেও দাবি করেছে প্রশাসন। ঘটনার জেরে এসপ্ল্যানেড স্টেশনে অস্থায়ীভাবে ভিড় জমে যায়। আতঙ্ক ছড়ালেও, দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

বৃষ্টিতে জলমগ্ন রবীন্দ্র সরণি।

জল জমেছে মহাত্মা গান্ধী রোডে।

পুজোর আগেই চালু হতে পারে ফরাক্কায় নতুন চার লেনের সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সংযোগ আরও মজবুত করতে ফরাক্কায় নতুন চার লেনের সেতু তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। পুজোর আগেই প্রায় সাড়ে পাঁচ কিমি দীর্ঘ এই সেতু যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে বলে পূর্ত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। চার লেনের এই নতুন সেতু নির্মাণে খরচ হয়েছে ৬২২ কোটি টাকার বেশি।

বর্তমানে ফরাক্কা ব্যারেজের উপর দিয়ে চলা সেতুটি মাত্র দু'লেনের। অথচ তার দু'ধারে চার লেনের ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। ফলে প্রতিদিনই যানজটে নাকাল হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। নতুন সেতু চালু হলে সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলেই মনে করছে প্রশাসন। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রথমে ২০২১ সালের মধ্যেই কাজ শেষ করার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে নির্মাণকারী সংস্থার শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে জোরকদমে। চার লেনের নতুন সেতু দ্রুত চালু হলে যানজটের দুর্ভোগ থেকে মুক্তি মিলবে। পাশাপাশি ফরাক্কা ব্যারেজের নিরাপত্তাও রক্ষা পাবে। বর্তমানে অতিরিক্ত ট্রাফিকের চাপ ব্যারেজের লকগেট এবং সেতুর পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত করছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগে দিনে যেখানে তিন হাজার গাড়ি চলত, এখন সেখানে চলছে ১২ হাজারের বেশি। সেতু পুরনো হলেও ট্রাফিক বেড়েছে চারগুণ। এই পরিস্থিতিতে নতুন সেতু বড় স্বস্তি দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। নতুন সেতুর মোট দৈর্ঘ্য ৫.৪৬৮ কিমি, যার মধ্যে মূল সেতুর অংশ ২.৫৮ কিমি। সেতুটি ২৫ মিটার চওড়া এবং এতে রয়েছে ৮৪টি পিলার। নির্মাণের খরচও বেড়েছে, ৫২১ কোটি টাকার স্থলে খরচ দাঁড়িয়েছে ৬২২.০৪ কোটি টাকা। সব ঠিকঠাক চললে বর্ষার মধ্যেই খুলে যাবে বহু প্রতীক্ষিত নতুন ফরাক্কা সেতু।

ডেঙ্গু নিধনে পঞ্চায়েত স্তরে সাফাই অভিযান শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষার আগে ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগ রুখতে সোমবার থেকে পঞ্চায়েত স্তরে বিশেষ সাফাই অভিযান বা পালস মোড ক্লিনিং শুরু হয়েছে। ২০ জুলাই পর্যন্ত লাগাতার এই ৫৬ দিনের কর্মসূচিকে ১৪ দিনের চারটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপে মশার সম্ভাব্য মশার প্রজনন স্থলগুলিকে একাধিকবার সাফাই করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সাফ-সাফাইয়ের ক্ষেত্রে জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে। গত বছর যেসব ব্লকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা গিয়েছিল সেসব এলাকায় এবার বাড়তি নজর রাখা হচ্ছে। গোটা প্রক্রিয়ার সমস্ত তথ্য নির্দিষ্ট পোর্টালে নিয়মিত আপলোড করা হবে। উল্লেখ্য, ডেঙ্গু প্রতিরোধে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় আবর্জনা চিহ্নিতকরণ ও কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারির জন্য রাজ্য পঞ্চায়েত দফতর বিশেষ পোর্টাল চালু করেছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কোথায় আবর্জনার স্তূপ জমেছে, তা জিও-ট্যাগ করে ম্যাপ তৈরি করা হবে। এরপর সেই সব স্থানে দ্রুত সাফাই নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ চালাবে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তর। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ না-হলে পোর্টালের মাধ্যমেই বিষয়টি রাজ্যস্তরের কর্তাদের নজরে আনা হবে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

২৪টি বাংলাদেশি পাসপোর্ট-সহ যুবককে মুক্তি অভিবাসন দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একসঙ্গে ২৪টা বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে ঢাকার বিমানে ওঠার আগেই পাকড়াও এক যুবক। সূত্রে খবর, ধৃত যুবক হাওড়া জেলার পাঁচলার বাসিন্দা। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকার উড়ান ধরার কথা ছিল তাঁর। তবে ইমিগ্রেশনের নিয়মাবলী মেটানোর পর সিকিউরিটি চেকিংয়ের সময়েই তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২৪টা বাংলাদেশি পাসপোর্ট। এরপরই ওই যুবককে আটক করে সরাসরি হস্তান্তর করা হয় অভিবাসন দপ্তরের হাতে। যদিও শেষমেশ শনিবার সন্ধেয় ওই যুবককে অভিবাসন দপ্তরের তরফ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। এরপর অভিবাসন দপ্তরের আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে, বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ আজকাল বিদেশে পড়াশোনা করতে যান। অনেক সময় তাঁরা এমন কোনও দেশে পড়াশোনা করতে যান, যে দেশের কোনও দূতাবাস বাংলাদেশে না থাকলেও ভারতে আছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্যুরিয়র সংস্থা বা এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশি ছাত্রদের পাসপোর্ট প্রথমে ভারতে পাঠানো হয়। তারপর সেগুলি পৌঁছয় সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসে। তারা সেই দেশের ভিসা মঞ্জুর করলে সেই ভিসা-সহ পাসপোর্ট আবার বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। আবার, যদি কখনও ভিসার আবেদন বাতিল হয়ে যায়, তাহলেও একইভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে পাসপোর্টগুলি ফেরত পাঠানো হয়। পুরো কাজটা লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনও ক্যুরিয়র সংস্থা বা এজেন্সি করে। একইসঙ্গে ওই যুবক এও জানান, যে ২৪টি পাসপোর্ট তাঁর সঙ্গে রয়েছে সেগুলি ভিসা না পাওয়া পাসপোর্ট। বাল্টিক সাগর লাগোয়া, উত্তর ইউরোপের একটি দেশ-এস্টোনিয়ার স্টুডেন্টস ভিসা পাওয়ার জন্য সেগুলি নয়া দিল্লিতে তাদের দূতাবাসে পাঠানো হয়েছিল। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই আবেদন মঞ্জুর হয়নি। সেই কারণেই কেবলমাত্র পাসপোর্টগুলিই ঢাকায় ফেরত পাঠাতে বলা হয়। এই প্রসঙ্গে হাওড়ার পাঁচলার ওই যুবক অভিবাসন দপ্তরের আধিকারিকদের এও জানান, বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ক্যুরিয়র কোম্পানির সঙ্গে তাঁর পরিচয় রয়েছে। তারাই তাঁকে অনুরোধ করে, যদি কোনওভাবে পাসপোর্টগুলি ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায়। তাই তিনি নিজেই পাসপোর্টগুলি নিয়ে বাংলাদেশ রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যুবকের মুক্তি প্রসঙ্গে অভিবাসন দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ওই যুবকের হাতব্যাগে যে ২৪টি বাংলাদেশি পাসপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলির একটিও জাল নয়। সবকটিই আসল। শুধু তাই নয়, যুবকটি নিজে যে পাসপোর্ট নিয়ে ভ্রমণ করছেন তা ভারতীয় এবং সেখানেও কোনও সমস্যা নেই।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে পথদুর্ঘটনায় আহত ৯ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন নয় জন। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মোহনপুর থানার বাবনপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে। জানা গিয়েছে, কলকাতায় আম খালি করে একটি মিনি ট্রাক শান্তিপুরের দিকে যাচ্ছিল। উল্টো দিক থেকে একটি চার চাকা গাড়ি এসে সজোরে পণ্যবাহী মিনি ট্রাকটিকে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় মিনি ট্রাকটি উল্টে যায়। পণ্যবাহী ট্রাকে থাকা আটজন এবং চার চাকা গাড়ির চালক-সহ মোট নয়জনকে পুলিশ উদ্ধার করে ব্যারাকপুর বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহতদের মধ্যে তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদেরকে কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

মিনি ট্রাকের চালক সৌমেন সরকার জানান, কলকাতায় আম খালি করে তাঁরা শান্তিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু আচমকা উল্টো দিক থেকে একটি বোলেরো গাড়ি এসে তাদের গাড়িকে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় তাদের গাড়িটি উল্টে যায়। তিনি আরও জানান, তাদের গাড়িতে আটজন ছিলেন। আর বোলেরো গাড়িতে চালক একাই ছিলেন।

জলমগ্ন ব্যারাকপুরের একাধিক ওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার সকাল থেকে একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ে ব্যারাকপুর পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড। রাস্তায় জল জমার কারণে জনজীবন ব্যাহত হয়। অভিযোগ, বেহাল নিকাশির কারণেই অল্প বৃষ্টিতে আনন্দপুরী সেন্ট্রাল রোড-সহ বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে জল দাঁড়িয়ে যায়। প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বিজেপি নেতা মিলন কৃষ্ণ আশের অভিযোগ, বেহাল নিকাশির কারনে হালকা বৃষ্টিতেই ব্যারাকপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তিনি জানান, দু'তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ আনন্দপুরী সেন্ট্রাল রোডে জল জমে।

তাছাড়া অল্প বৃষ্টিতেই ৭,৮,১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু জায়গায় জল দাঁড়িয়ে যায়। বৃষ্টির জমাজল নিয়ে ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান উত্তম দাস বলেন, এদিন ভারী বৃষ্টি হয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টিপাত হয়েছে। যদিও ব্যারাকপুরের কিছু জায়গায় এখনও জল জমছে। রবীন্দ্রপল্লীর কিছুটা অংশ ছাড়াও ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কিছুটা অংশ জল জমছে। জলজমার কারণ নিয়ে পুরপ্রধান জানান, হাইরোড অথরিটি অনেক উঁচুতে আউটলেট করেছে। ফলে শহরের জল অপসারণে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

তবুও আগের তুলনায় জল অনেকটাই কম জমছে। জলজমার সমস্যা সমাধানে তাঁর সাফাই, ব্যারাকপুর-বারাসত রোডের কাজ শেষ হলে এবং নীলগঞ্জ খাল পর্যন্ত নিকাশি ড্রেন তৈরি হয়ে গেলে পুরো সমস্যা মিটে যাবে।

রাজ্যের সরকারি স্কুলেও অভয়া কাণ্ডের ছায়া! শিক্ষাঙ্গনেই 'খুন' ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের অন্যতম সেরা সরকারি হাসপাতাল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে কর্তব্যরত চিকিৎসক অভয়ার খুন এবং ধর্ষণ কাণ্ডের পর এখনও এক বছরও পেরোয়নি। এবার রাজ্যের এক সরকারি স্কুলে এক নাবালক ছাত্রের নৃশংস খুন ঘিরে একাধিক প্রশ্ন চিহ্ন উঠে গিয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে ন্যূনতম নিরাপত্তার বন্দোবস্ত সরকার করতে পারছে না। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে!

চাঁপদানি পুরসভা এলাকার বাসিন্দা জালান পরিবার ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি নামক অভিশপ্ত দিনের কথা ভুলতে পারছেন না। সেই পরিবারের ছেলে অভিনব জালান পড়াশোনায় ভালো ছিল। শান্ত স্বভাবের অভিনব অন্যায় দেখলেই অবশ্য প্রতিবাদ করতে দ্বিতীয়বার ভাবতো না। এই প্রতিবাদী স্বভাবই কী তার প্রাণ নিয়ে নিল? সেই প্রশ্নই কিন্তু ইতিমধ্যে উঠে গিয়েছে। কারণ স্কুলের মধ্যেই দিনের আলোয় সকলের সামনে খুন হতে হয়েছে অভিনবকে। এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকাদের টিচার্স রুমে হওয়া বেশ কিছু অন্যায় নিয়ে অভিনব সরব হয়েছিল। এছাড়া স্কুলে পড়াতে এসে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেশিরভাগ সময় মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন এটা নিয়েও অভিনব প্রতিবাদ করে। একইসঙ্গে স্কুলের মিড ডে মিলের কারচুপিও সে ধরে ফেলেছিল। অভিযোগ, এসব কারণেই তাকে খুন করা হয়েছে। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৯ ফেব্রুয়ারি ওই বিদ্যালয়েরই তিনজন ছাত্রকে অভিনব জালানের বাড়িতে পাঠানো হয়। তারা গিয়ে জানায়, বিদ্যালয়েরই ছাত্র বিবেক সাউয়ের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে অভিনব মারা গিয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিকে সাউও একই কথা পুলিশকে লিখিত জানিয়েছেন। এর বিরুদ্ধেই অবিনব জালানের মা রোজি জালান হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। আগামী ১৭ জুন বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলা উঠবে। এর আগে পরিবার চন্দননগর আদালতে গিয়েও সুবিচার পাননি বলে অভিযোগ। জালান পরিবারের আইনজীবী প্রীতম মজুমদার জানিয়েছেন, প্রধান শিক্ষক ছুটিতে থাকার পরও থানায় এসে কী করে ঘটনার বিবরণ দিলেন পুলিশে? অভিনবের শরীরে যে দাগগুলি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি একজন ছাত্রর হতেই পারে না। ময়নাতদন্ত রিপোর্টে বলা হচ্ছে মৃতের শরীরে ভিতরে অথবা বাইরে কোনও আঘাত নেই। তাহলে সে মারা গেল কীভাবে? উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ পরিবার। এখন হাইকোর্টই পারে তাঁদের সুবিচার দিতে। এমনটাই মনে করছে পরিবার।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে সাবধান থাকার নিদান তৃণমূল শিবিরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন আসতে বড়জোর আর বছর খানেক। বড়ই স্বল্প সময় হাতে। আর এই স্বল্প সময়েই নিজেদের ঘর গোছাতে রাজনৈতিক ময়দানে নেমে পড়েছে সব পক্ষই। আর এই আবহেই ঘাসফুল শিবির সমস্ত বিধায়ক, সাংসদ, পঞ্চায়েত প্রধান থেকে শুরু করে বুথ স্তরের কর্মীদের উদ্দেশে জারি করেছে এক সার্কুলার। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এই সার্কুলার জারি করে জানান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নামে কিছু ব্যক্তি ভোটারদের বাড়ি যাচ্ছেন। তারা কোথাও মশলা, কোথাও আবার অন্যান্য সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করে পরিবর্তে তাঁদের নাম, ফোন নম্বর ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করছেন। একইসঙ্গে তৃণমূলের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ঝাড়গ্রামের বিনপুরে প্রথম এমন একটি ঘটনা নজরে আসে। এরপর তা জানানো হয় দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে। দ্রুত থানায় অভিযোগ জানাতে বলা হয়। এরপরেই দলের অন্দরে এই নিয়ে আলোচনা হয়। আর তারপরই নির্দেশিকা তৈরি করে জেলায় জেলায় পাঠান সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। এই সার্কুলারে যা আছে তাতে বেশ অস্বস্তিতে যে রাজ্যের শাসকদল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিকে এই সার্কুলার নিয়ে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গেছে রাজ্য, রাজনীতিতে। কারণ শাসকদলের এই বার্তা থেকে এটাও স্পষ্ট যে একদল 'কু-চক্রী' ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাম, ফোন নম্বর ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করছেন। এর বিনিময়ে ভোটারদের হাতে তুলে দিচ্ছেন হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়োর মতো

মশলাপাতি এবং অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় বেশ কিছু সামগ্রী। আর এই প্রসঙ্গে যে সার্কুলার জারি হয়েছে তৃণমূলের তরফ থেকে তাতে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে, 'আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানাই, এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নামে কিছু কু-চক্রী ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোথাও মশলা বা কোথাও অন্যান্য সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণ করার নামে নাম, ফোন নম্বর ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করছেন। এর পিছনে বিশাল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র রয়েছে। অবিলম্বে সকলে আপনাদের অঞ্চলে লক্ষ্য রাখুন এবং সর্বস্তরের বুথ কর্মীদের নিয়ে মিটিং করে সকলকে সচেতন ও সতর্ক করুন।' পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, 'কখনও কখনও আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও ঢুকে যাচ্ছে। এদের উদ্দেশ্য সমস্ত অভ্যন্তরীণ খবরাখবর নেওয়া। তাই আপনি এমন গতিবিধি জানার সঙ্গে সঙ্গেই এফআইআর করুন এবং আমাদের জানান।' সূত্রের খবর, গত বৃহস্পতিবার এই নির্দেশিকা পাঠানো হয় সমস্ত জেলা সভাপতিদের কাছে। অবিলম্বে এই বিষয়ে জেলা সংগঠনগুলিকে জোর দিতে বলা হয়েছে। নজরদারির যেন কোনও ফাঁক এলাকাগুলিতে না থাকে সেদিকে জোরদার খেয়াল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নেতাদের। তৃণমূল সূত্রে খবর, ভুয়ো পরিচয় দিয়ে তথ্য সংগ্রহের অভিযোগে ইতিমধ্যেই ১৬টি এফআইআর দায়ের হয়েছে রাজ্য জুড়ে।

সম্পাদকীয়

শিল্প এবং তার শুল্ক নিয়ে আমেরিকা তথা দ্বিতীয়বারের ট্রাম্প দাদাগিরি করেই চলেছে

এ যেন রাজার রাজত্ব। কে কোথায় শিল্প উৎপাদন করবে, বাণিজ্য করবে, তা ঠিক করে দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কয়েকদিন আগেই অ্যাপেল সংস্থার মালিক স্টিভ জবসকে বলেছিলেন, আইফোনের উৎপাদন যেন ভারতে না করে, আমেরিকায় করা হয়। ভারতে অ্যাপেলের কারখানা খোলা তাঁর নাপসন্দ। এবার অ্যাপেলের পর আরেক ইলেকট্রনিক উৎপাদন সংস্থাকেও হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প। এবার ট্রাম্পের নজরে স্যামসাং। তাঁর সাফ বক্তব্য, স্যামসাং যদি আমেরিকায় স্মার্টফোন উৎপাদন না করে, তাহলে তাদের পণ্যের উপরে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক চাপানো হবে। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, শুধুমাত্র অ্যাপেল নয়, স্যামসাং বা অন্য কোনও সংস্থা যারা আমেরিকায় মোবাইল ফোন বিক্রি করে, তারা যদি আমেরিকায় ফ্যাক্টরি তৈরি করে, তবে কোনও ট্যারিফ বসবে না। কিন্তু যদি তারা অন্য দেশে মোবাইল উৎপাদন করে, তবে ২৫ শতাংশ ট্যারিফ দিতে হবে। ট্রাম্প নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে পোস্ট করে লিখেছেন, আমি ইতিমধ্যে অ্যাপেলের সিইও টিম কুককে বলেছি যে আমেরিকায় বিক্রি হওয়া আইফোন এখানেই তৈরি হওয়া উচিত, ভারত বা অন্য কোনও দেশে নয়। যদি তা না হয়, তবে অ্যাপেলকে কমপক্ষে ২৫ শতাংশ ট্যারিফ দিতে হবে। অ্যাপেল সম্প্রতিই চিন থেকে তাদের প্রোডাকশন হাব সরিয়ে ভারতে এনেছে। তিনটি কারখানা রয়েছে ভারতে। অন্যদিকে স্যামসাং ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও ব্রাজিলে তাদের ফোন ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন করে।

শব্দবাণ-২৮৫

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কাছারি ৩. কুবুদ্ধি, দুর্মতি ৫. গাবজাতীয় কালো রঙের গাছবিশেষ ৬. অতিক্রমণ, ডিঙানো ৭. ভাষণ ৯. শুক্লপক্ষের পঞ্চদশ তিথি ১১. ভাগ্য ১২. পুত্র, ছেলে।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মিথ্যা ২. সোজা, ঋজু ৩. মঙ্গল, কল্যাণ ৪. পদ্ধতি ৭. জামিনরূপে গচ্ছিত রাখা দ্রব্য ৮. লম্পট, দুশ্চরিত্র ৯. পূজা করা, উপাসনা ১০. ননি।

সমাধান: শব্দবাণ-২৮৪

পাশাপাশি: ২. কোমলাসন ৩. ওষুধকরা ৬. সফলকাম ৭.আনন্দকর।

উপর-নীচ: ১. বলবিন্যাস ২. কোতওয়াল ৪. ধর্মমন্দির ৫. রামকসম।

জন্মদিন

আজকের দিন

রবি শাস্ত্রী

১৯২৮ *বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিপিন চন্দ্রের জন্মদিন।*
১৯৫৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নীতিন গডকড়ির জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবি শাস্ত্রীর জন্মদিন।*

লিচু বাগানের মালিককে লক্ষ্য করে গুলি দুষ্কৃতীদের, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লিচু বাগানে পাহারা দেওয়ার সময় বাগান মালিককে গুলি করে খুনের চেষ্টা চালাল দুষ্কৃতীরা। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার মোজামপুর এলাকায়। রাতেই গুলিবিদ্ধ ওই বাগান মালিককে রক্তাক্ত অবস্থায় ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে। কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আহতের পেটের নাভির উপরে গুলি লেগেছে। জরুরিকালীন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে গুলি বার করা হলেও রোগীর অবস্থা সংকটজনক। ৭২ ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা সম্ভব নয়। এই ঘটনায় আক্রান্ত বাগান মালিকের পরিবার কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ইতিমধ্যে পুলিশ এই গুলি কাণ্ডে স্থানীয় এলাকার বাবা ও ছেলেকে আটক করেছে। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, এই গুলি কাণ্ডের ঘটনায় বাবা ও ছেলেকে আটক করা হয়েছে। তাদের নাম শেখ ওয়াজেদ আলি এবং তার ছেলে হামিদুল শেখ। এই ঘটনার পিছনে পুরনো কোনও শত্রুতা থাকতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতের নাম করিম খান (৪০)। এদিন রাতে নিজের লিচু বাগানে পাহারা দিচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। অন্ধকারের মধ্যে দুষ্কৃতীরা ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ। আহতের সঙ্গে তার আরও এক বন্ধু ছিল। গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার পর নির্জন বাগান থেকে মোবাইলে ফোন করে পরিবারের লোকদের বিষয়টি জানায় সে। এরপরই রাতে তড়িঘড়ি তাঁকে চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়।

আহতের এক দিদি রেবা বিবি জানিয়েছেন, দাদার লিচু বাগান রয়েছে। এখন লিচু পারার সময় চলছে। বাগানের ফল যাতে চুরি না হয় সেজন্যই ও এদিন এক বন্ধুকে নিয়ে রাত পাহারা দিচ্ছিল। সেই মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে দুষ্কৃতীরা ছেলেকে লক্ষ্য করে গুলি করে। বিষয়টি জানতে পেরে রাতেই বাগানে ছুটে যাই। যদিও কে বা কারা গুলি করেছে কিছুই জানতে পারিনি।

এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি বলেন, বছরের শুরু থেকেই মালদায় একের পর এক শুট আউটের ঘটনা ঘটছে। অপরাধ ঠেকানো সম্ভব হচ্ছে না। এদিন ফের কালিয়াচকের শুট আউটের ঘটনা ঘটেছে।

তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, বিজেপি'র কাজ হচ্ছে সবসময় অভিযোগ করা। এখানে কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নেই। তবে পুলিশ সক্রিয়তার সঙ্গে দুষ্কৃতীদের ধরপাকড় করছে।

হস্তচালিত তাঁতে বীরভূমে শুরু ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরির কাজ

মিলন গোস্বামী

বীরভূম: হস্তচালিত তাঁতে মসলিন খাদির তৈরি ভারতের জাতীয় পতাকার কাজ শুরু হল সিউড়িতে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় তৈরি হওয়া বীরভূমের মসলিন তীর্থ ইতিমধ্যেই জিআই স্বীকৃতি লাভ করেছে। সংবিধানের নিয়ম নীতি মেনে সোমবার মসলিন খাদির তৈরি ভারতের জাতীয় পতাকা প্রথম হস্তচালিত তাঁতে তৈরি করতে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ পর্ষদের বীরভূম জেলা অফিসে এসে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। এরপর তিনি তাঁত হস্তশিল্পীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তাদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা শুনে দশটি সেলাই মেশিন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এই সেলাই মেশিন পেলে মসলিন তীর্থে কর্মরত হস্তশিল্পীরা আরও বেশি করে খাদির বস্ত্র উৎপাদন করতে পারবেন। জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, খাদির জাতীয় পতাকার চাহিদা রয়েছে প্রাথমিকভাবে জেলার সরকারি অফিস এবং স্কুলগুলিতে। সাধারণ মানুষ এই পতাকাও ব্যবহার করতে পারবেন। ১৫ অগস্টের কথা মাথায় রেখে যত বেশি সম্ভব খাদির জাতীয় পতাকা তৈরি করা যায় সেই দিকেই এখন নজর খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ, মসলিন তীর্থ, বীরভূমের জেলা আধিকারিক গোপাল কৃষ্ণ বসু বলেন, খাদির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে, শিল্পীদের সুবিধার জন্য আরও বেশি করে হস্তচালিত তাঁত মেশিন আনা হবে এবং বাজারের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে খাদি বস্ত্রের দাম রাখা হবে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার সৌমেন দত্ত এবং ইউকো ব্যাংকের লিড ম্যানেজার পৃথ্বীশ দাস প্রমুখ।

স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করে বট সাবিত্রীর ব্রত ভক্তির সঙ্গে পালিত হল খনি অঞ্চলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বট সাবিত্রী ব্রত হল বিবাহিত হিন্দু মহিলাদের দ্বারা পালিত হওয়া একটি উপবাস। এই ব্রত করে সাবিত্রী তার স্বামীর জীবন মৃত্যুর দেবতা যমরাজের কাছ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, যার জন্য তিনি কঠোর উপবাস ও প্রার্থনা করেছিলেন। সাবিত্রী ছিলেন রাজা অশ্বপতির কন্যা এবং সত্যবান ছিলেন নির্বাসনে বসবাসকারী এক রাজকুমার। তাদের মধ্যে গভীর প্রেম ছিল। সাবিত্রী যখন জানতে পারেন যে তার স্বামী সত্যবানের জীবন শেষ হতে চলেছে, তখন তিনি যমকে (মৃত্যুর দেবতা) পরাজিত করতে এক কঠিন ব্রত পালন করেন এবং যমকে তার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেন। সাবিত্রীর এই ব্রত ও যমকে পরাজিত করার ঘটনা থেকে এই পূজার প্রচলন শুরু হয়। অতীতে আছে, যমরাজ সত্যবানকে নিয়ে যমলোকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, সাবিত্রী তাঁর পিছু পিছু যেতে শুরু করেন। তখন যমরাজ সাবিত্রীকে বলেন, কেন তিনি তাঁর পিছনে আসছেন, কেননা যমলোকে জীবন্ত মানুষের প্রবেশ নিষেধ। যমরাজ সাবিত্রীকে বর প্রার্থনা করার জন্য বলেন। সাবিত্রী তার শ্বশুর ও শাশুড়ির চক্ষুদানের আশীর্বাদ চান। যমরাজ সাবিত্রীর প্রার্থনা রেখে চক্ষুদান করেন। এরপরও সাবিত্রী যমরাজের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করেন, তখন আবার যমরাজ তাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন সে পিছু পিছু আসছে? সাবিত্রীকে আবার বড় প্রার্থনা করার জন্য যমরাজ বলেন। তখন সাবিত্রী যমরাজের কাছে শত পুত্রের মা হওয়ার আশীর্বাদ চান। সাবিত্রীর অনরোধে যমরাজ তথাস্তু বলে বর দেন। কিন্তু সেই সময় সাবিত্রী যমরাজকে বলেন, তাঁর স্বামী মৃত, তাহলে সে শত পুত্রের মা হবেন কি করে? তখন যমরাজ তার দেওয়া বর রাখতে সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে দেন। আর তখন থেকেই হিন্দু বিবাহিত মহিলারা তাঁদের স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করে বটগাছের পুজো করে আসছেন। খনি অঞ্চল অন্ডাল, পাণ্ডবেশ্বর, লাউদোহার বিভিন্ন জায়গায় ভক্তির সঙ্গে এদিন বটগাছের তলায় হিন্দু বিবাহিত মহিলারা বট সাবিত্রী ব্রত পালন করলেন।

হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, বটগাছ পবিত্র ও শুভ এবং এটি জীবনের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কারণে, বটগাছের নীচে পূজা করা হয় এবং এর মূলের সঙ্গে সুতো বাঁধার মাধ্যমে স্বামীর দীর্ঘায়ু ও সুখী জীবন কামনা করা হয়।

ছাত্র রাজনীতির নামে গুন্ডাগিরি, প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: ছাত্র রাজনীতির নামে গুন্ডাগিরি করার অভিযোগ তুলে ও বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে রানিগঞ্জ টিডিবি কলেজের অধ্যাপক পার্সল কিস্কুকে হেনস্তা করা হয়েছে এই দাবি তুলে প্রতিবাদ। পথে নামল পশ্চিম বর্ধমান জেলার আদিবাসী সংগঠনগুলো ও সামাজিক ন্যায় মঞ্চ।

সোমবার রানিগঞ্জ স্টেশন থেকে ধামসা মাদল বাজিয়ে,

প্ল্যাকার্ড নিয়ে অধ্যাপক হেনস্তার ঘটনাকে ধিক্কার জানিয়ে বিশাল মিছিল হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন আদিবাসী নেতা ড. পুলিনবিহারী বাস্কি, আদিবাসী দিসম গাওতার ভুবন মান্ডি, সীমা মান্ডি, বিনয় হঁসদা প্রমুখ। মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে, 'অধ্যাপক হেনস্তাকারীদের আড়াল করা হচ্ছে কেন? রাজ্য প্রশাসন জবাব দাও। টিডিবি কলেজে ছাত্র রাজনীতির নামে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের দাদাগিরি মানছি না, মানব না। এদিনের মিছিল এনএসবি রোড ধরে তারবাংলা হয়ে রানিগঞ্জ থানার সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখায়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী কলেজ ছাত্রছাত্রীদের একাংশের দাবি, কলেজে ছাত্রসংসদ নির্বাচন বন্ধ রেখে, কলেজকে এক শ্রেণির দুষ্কৃতকারীরা মর্জিমাফিক পরিচালনা করছে। তাদের দাবি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললেই হুমকি দিচ্ছে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নেতারা। অভিযোগ, বহিরাগত দুষ্কৃতীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে কলেজ ক্যাম্পাস। এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন ১২ জনের প্রতিনিধিদল রানিগঞ্জ থানায় ডেপুটেশন দেন।

মর্যাদার সঙ্গে আরামবাগে পালিত হল কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭ তম জন্মদিন পালিত হল হুগলির আরামবাগে। সোমবার আরামবাগ নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালিত হল ৫ নং ওয়ার্ডের কুটি পুকুর পার্কে। এদিন কবি নজরুল ইসলামের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক শৈলেন সরকার, বিভাংশু দত্ত, হরিপ্রসাদ মেদ্দা সহ অন্যান্যরা। নজরুলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তার জীবনে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন রবীন্দ্র গবেষক বিভাংশু দত্ত। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম জনপ্রিয় বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার। বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এই কবি ভারত ও বাংলাদেশ- দুই দেশে সমানভাবে সমাদৃত। তার কবিতায় বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে তাকে বিদ্রোহী কবি বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এই বিষয়ে প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী জানান, আমরা কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন পালন করলাম। কবিকে সম্মান জানাতে তার মূর্তিতে মাল্যদান করা হল। অপরদিকে বিভাংশু দত্ত জানান, কবির জন্মদিন বাঙালির কাছে বিশেষ দিন। রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলেই নজরুলের কথা এসে যায়। তাই তাঁর জন্মদিনে নজরুল পার্কে কবি নজরুলের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালাম।

চুঁচুড়ায় টর্নেডোয় ক্ষতি ষণ্ডেশ্বরতলা শ্যামবাবুর ঘাট, বন্ধ দাহ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কার্যত পাঁচদিন ধরে বন্ধ রয়েছে চুঁচুড়ার একমাত্র শ্মশানঘাট। ক্ষণিকের ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়েছিল পাঁচিলে। সেই পাঁচিল ধসে পড়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে। যার জেরে তার জড়িয়ে লন্ডভন্ড হয়েছিল ষণ্ডেশ্বরতলা শ্যামবাবুর ঘাট। সেই শ্যামবাবুর শ্মশান ঘাটে এখন শ্মশানের শূন্যতা।

জানা যাচ্ছে, বৈদ্যুতিক চুল্লিতে মৃতদেহ দাহ করতে পারছেন না হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ত্রিশটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। পুরসভার পাশাপাশি কোদালিয়া-১ ও কোদালিয়া-২ পঞ্চায়েত, ব্যান্ডেল, দেবানন্দপুর, সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েত সহ আশেপাশের প্রায় দশটি পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। দাহ সৎকারে ত্রিবেণী নয়তো চন্দননগর শ্মশান ঘাটে যেতে হচ্ছে তাদের।

বস্তুত, গত ২১ মে বুধবার রাতে কয়েক সেকেন্ডের টর্নেডোয় ক্ষতি হয় শ্যামবাবুর ঘাটের। গঙ্গাপাড়ের অনেক গাছ, বিদ্যুতের খুঁটি ওপরে পড়ে যায়। উড়ে যায় ঘরের চাল। ব্যাহত হয় বিদ্যুৎ পরিষেবা। সেদিন রাত থেকেই শ্মশান ঘাট বন্ধ রয়েছে। তারপর কেটে গিয়েছে পাঁচদিন। এখনো চালু হয়নি শ্মশান।

ত্রিবেণী বা চন্দননগরে দাহ করলে মৃতদেহ দাহ করার শংসাপত্র নিতে যেতে হবে সেখানেই। চুঁচুড়া শ্মশান ঘাটে রয়েছে পিস হ্যাভেন। যেখানে ডিপ ফ্রিজারে চারটি দেহ সংরক্ষণ করে রাখা যায়। সেই পরিষেবাও বর্তমানে বন্ধ। চুঁচুড়া পুরসভার স্বাস্থ্য দপ্তরের পুর পারিষদ জয়দেব অধিকারী বলেন, ঝড়ে প্রায় ৩৬টি গাছ ভেঙেছিল। সেগুলো কেটে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ১৮টি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙেছিল। বিদ্যুৎ দপ্তর কাজ করছে। তবে কেন বৈদ্যুতিক চুল্লির বিদ্যুৎ সংযোগ চালু হয়নি বলতে পারব না। মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করা হবে। শ্মশানঘাটে জেনারেটর বসানোর ব্যাপারে কেএমডিএ বা সুডা সাহায্য করলে হবে। চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতেই পারে তার জন্য পরিষেবা বন্ধ থাকবে কেন। এরকম পরিস্থিতি আগে হয়নি। আগামী অর্থবর্ষে আমার বিধায়ক তহবিলে যে টাকা পাব তাতে অত্যাধুনিক জেনারেটর বসাব।'

উত্তরপাড়ায় মহিলার গায়ে তরল রাসায়নিক পদার্থ ছোড়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়ার শান্তিনগর এলাকায় রাতে ছাত্রীর ওপর রাসায়নিক হামলা। স্থানীয় সূত্রে খবর রাত সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে এক ছাত্রী পড়াশোনা করে বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল শান্তিনগর একে রোড ধরে। সেখানেই তার বন্ধুর বাড়ি। সেই সময় পিছন দিক থেকে এক যুবক তার ওপর রাসায়নিক জাতীয় কোনও তরল পদার্থ ছুড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় এক যুবক ওই দুষ্কৃতী থেকে কিছুটা ধাওয়াও করলেও তাকে ধরতে পারেনি। রাসায়নিক তার চুলে গিয়ে লাগে। চুলের কিছুটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আতঙ্কিত ছাত্রী স্থানীয় মানুষজনের সহযোগিতায় উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে চিকিৎসকরা ছেড়ে দেন। ঘটনাচক্রে ওই এলাকাতেই কয়েক বছর আগে এই ধরনের মহিলাদের ওপর রাসায়নিক আক্রমণ একাধিকবার ঘটেছে। স্থানীয় মানুষজন জানান, ওই এলাকায় কিছু নেশাগ্রস্ত যুবকের আনাগোনা আছে। ঘটনার খবর পেয়েই উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে কে বা কারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তা তদন্ত করে দেখছে। সম্প্রতি উত্তরপাড়া থানা এলাকায় বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনাও ঘটেছে।

মন্ত্রীর উদ্যোগে ঝাড়গ্রামে মিটল পানীয় জলের সমস্যা, খুশি গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গ্রীষ্মের দাবদাহ বৃদ্ধির ফলে ঝাড়গ্রাম জেলার কোথাও কোথাও পানীয় জলের সংকট দেখা দিচ্ছে। এভাবেই পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছিল বিনপুর ১ নং ব্লকের ধরমপুর ৬ নং অঞ্চলের বীরডাঙা গ্রামে। গ্রামবাসীরা বিষয়টি রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাকে জানান। তিনি ঝাড়গ্রাম পিএইচই দপ্তর থেকে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেন। এখন প্রতিদিন জলের ট্যাঙ্কার গ্রামে এসে পানীয় জল পৌঁছে দেয়। রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন। মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সর্বস্তরের মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দা পৃথ্বীস

পান্ডে বলেন, তিনি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হলেও আমাদের দিদি হিসেবে বিভিন্ন সমস্যায় পাশে থাকেন। জলের সমস্যা শুনেই সেটা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। অন্যদিকে রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, স্থানীয় সূত্রে জলের সমস্যার কথা জানতে পারায় পরে আমার প্রতিনিধিকে ঘটনাস্থলে পাঠাই। তা প্রাথমিক ভাবে সমাধান করা হয়েছে।

রাস্তা তৈরির দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

এক মাসের মধ্যে রাস্তা তৈরির আশ্বাস বিডিওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায় ব্লকের ফকিরডাঙা থেকে পাত্রসায়ের দিঘিরপাড় পর্যন্ত প্রায় ৩.৩ কিলোমিটার রাস্তা। ফকিরডাঙা, মল্লিকপাড়া, বাবনপুকুর, বরগড়িয়া, গ্রাম বেড়া সহ ১০ থেকে ১৫টি গ্রামের মানুষের একমাত্র ভরসা এই রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে পাত্রসায়ের বাজার, রসুলপুর বাজার, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বিষ্ণুপুরে স্কুল-কলেজ হাসপাতাল সমস্ত জায়গায় যেতে হয়। সেই রাস্তা ভগ্নপ্রায়। স্থানীয়দের দাবি, ২০১১ সাল থেকে এই রাস্তার ভগ্নপ্রায় পরিস্থিতি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয় হাজার হাজার মানুষের। একাধিকবার ঘটেছে দুর্ঘটনা। স্থানীয় প্রশাসনকে বলেও কোনও সুরাহা হয়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষজন রাস্তায় বসে ফকিরডাঙা মোড় সংলগ্ন এলাকায় বাঁকুড়া বর্ধমান রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পাত্রসায়ের থানার পুলিশ। পরে পাত্রসায়ের ব্লকের বিডিও ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বিডিও সাহেব তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এক মাসের মধ্যে এই রাস্তার কাজ শুরু হবে। এরপরেই প্রায় তিন ঘণ্টা পর বিক্ষোভ তুলে নেয় গ্রামবাসীরা। রাস্তা খারাপের কথা স্বীকার করে নেন পাত্রসায়ের ব্লকের বিডিও, তার দাবি সত্যিই রাস্তা খারাপ। শুধু রাস্তা খারাপই নয়, একাধিকবার দুর্ঘটনার মতো ঘটনা ঘটেছে। তবে কেন এতদিন রাস্তা হয়নি তার জানা নেই। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ডিএম সাহেবকে জানানো হয়েছে। রাজ্য থেকে ফান্ড আসলেই রাস্তা তৈরি করা হবে আগামী এক মাসের মধ্যে।

মদের দোকানের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় মহিলারা, উত্তেজনা শঙ্করটোলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মদের দোকানের প্রতিবাদে পুলিশের সামনে ঝাঁটা হাতে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় গ্রামের মহিলারা। সোমবার দুপুরে এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ভূতনি থানার উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শঙ্করটোলা এলাকায়। স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ, মদের দোকানের ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হবে। তাই কোনওভাবেই মদের দোকান করতে দেওয়া যাবে না। এদিন পুলিশের সামনে এই দাবি তুলে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার কয়েকশো গ্রামবাসীদের এই প্রতিবাদ বিক্ষোভের জেরে স্থানীয় সড়কে যান চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরে ভূতনি থানা থেকে আরও বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। অবশেষে বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের চাপে পড়ে আপাতত ওই মদের দোকান বন্ধের আশ্বাস দেওয়া হয়। এরপরই অবরোধ বিক্ষোভ তুলে নেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

বিক্ষোভকারী মহিলাদের অভিযোগ, ভূতনি ব্রিজ সংলগ্ন শঙ্করটোলা এলাকায় মাস কয়েক ধরে একটি নতুন মদের দোকান খোলা হয়েছে। অথচ এই মদের দোকানে আশেপাশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারি স্কুল রয়েছে। সেই সমস্ত নির্দেশকে অমান্য করেই এই মদের দোকান চালু করা হয়েছে। এর ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হবে। যে কোনও সময় অপ্রতিকর ঘটনাও ঘটতে পারে। অবিলম্বে এই মদের দোকান বন্ধের দাবিতেই এদিন বিক্ষোভ দেখানো হয়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ব্রিজ সংলগ্ন রাস্তার ঠিক পাশে এই মদের দোকান নতুন করে হয়েছে। রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী মহিলাদেরও সমস্যা হতে পারে। তাই এত লোকালয়ে কোনোভাবেই মদের দোকান হতে দেওয়া যাবে না বলে দাবি এলাকাবাসীর। দাবি যদি না মানা হয় তাহলে আরো বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

সরকারি নির্দেশ মেনে দোকান করা হয়েছে বলে দাবি দোকান মালিক নবীন মণ্ডলের। তিনি বলেন, সরকারি নির্দেশ মতোই রেস্টুরেন্ট কাম বারের অনুমোদন পেয়েছি। হিংসার কারণে কিছু মানুষ তার ব্যবসায়ী সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এদিন গ্রামবাসীদের ভুল বুঝিয়ে এই গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করেছে।

বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে বোলপুর মহকুমার কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বোলপুর শহরে মহামিছিলে কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল।

‘আমরা গণতন্ত্র, উন্নয়নে বিশ্বাসী, গুন্ডাতন্ত্রে নয়’

বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির অভিযোগের জবাব দিলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: হাইকোর্টের অনুমতি পেয়ে গত শনিবার পাণ্ডবেশ্বরের বাঁকোলা ইন্দ্রাচকে মিছিল ও সভা করে বিজেপি। ওই সভা থেকে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলেছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। বলেছিলেন, পাণ্ডবেশ্বরে গণতন্ত্র নেই, বিরোধীদের মিটিং মিছিল করার জন্য কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়। বিরোধী কর্মী-সমর্থকদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়। পাণ্ডবেশ্বরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিজেপি লড়ছে বলে দাবি করেন জিতেন্দ্র বাবু। তার অভিযোগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবার সন্ধ্যায় পাণ্ডবেশ্বরের কেন্দ্রায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জিতেন্দ্রবাবুর অভিযোগের জবাব দিলেন বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এদিন কেন্দ্রা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দ্বিতীয়বার জেলা সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার জন্য সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভা থেকে জিতেন্দ্র বাবুর তোলা অভিযোগের জবাব দেন নরেন্দ্রনাথ বাবু। বলেন, আমরা গণতন্ত্র, উন্নয়নে বিশ্বাসী, গুন্ডাতন্ত্রে নয়। বলেন, সাম্প্রতিককালে পাণ্ডবেশ্বরের প্রতিটি রাস্তায় স্ট্রিট লাইট জ্বলছে। নতুন নতুন রাস্তা, বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ব্যবস্থা, কমিউনিটি হল তৈরি হচ্ছে। তিনি জানান, আগামী দিনে আরও পাঁচটা নতুন কমিউনিটি হল তৈরি করে সাংসদ উন্নয়ন তহবিলে। প্রতিটি হলের জন্য তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা ৫০ লক্ষ টাকা করে অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন। কয়েক দিন আগে সরপি মোড়ে অসমাপ্ত রবীন্দ্রভবনে সভা করে দ্রুত ভবন নির্মাণের কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র বাবু। এদিন তার উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বাবু বলেন, প্রথম পর্যায়ে যে টাকা অনুমোদন হয়েছিল সেই টাকায় প্রাথমিক কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। পরে নতুন করে অর্থ অনুমোদন না হওয়ায় কিছুদিন কাজ বন্ধ ছিল। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছেন। খুব শীঘ্রই রবীন্দ্রভবনের নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি নরেন্দ্রনাথ বাবু বলেন, আমরা উন্নয়নে বিশ্বাসী। উন্নয়নের জন্যই মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে আছে।

বাঁকুড়ায় বাজ পড়ে মৃত ১, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোতুলপুর: কালীপুজো উপলক্ষে মামা বাড়িতে বেড়াতে এসে বজ্রপাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ন'বছর বয়সি এক শিশুর। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২ জন। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার কোয়ালপাড়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, শিশুটির নাম শ্রাবন্তী ভুঁইয়া।

জানা গিয়েছে, শনিবার কোয়ালপাড়া গ্রামে কালীপুজো উপলক্ষে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে মামাবাড়িতে বেড়াতে আসে হুগলি জেলার ফুলুই গ্রামের বাসিন্দা শ্রাবন্তী ভুঁইয়া। দুপুরে মামাবাড়িতে খাওয়া দাওয়ার পর দুই আত্মীয়ার সঙ্গে বাড়ি লাগোয়া একটি নলকূপে হাত ধুতে যায় শ্রাবন্তী। স্থানীয়দের দাবি, হাত ধোয়ার সময় আচমকাই প্রবল বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই শ্রাবন্তী সহ ৩ জন লুটিয়ে পড়েন। বিষয়টি নজরে আসতেই তড়িঘড়ি আহত ৩ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। সেখানেই চিকিৎসকরা শ্রাবন্তীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় আহত অপর দুই মহিলাকে ভর্তি করা হয় কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। আহত ওই দুই মহিলার মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর থাকায় পরে তাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়।

জনমত সমীক্ষার নামে প্রতারণা, ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া শহরে জনমত সমীক্ষা করতে গিয়ে এবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল সমীক্ষক দলের দুই মহিলা-সহ পাঁচ জন। ধৃতদের সোমবার বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রতারণার উদ্দেশে ভুয়ো পরিচয় দেওয়া সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

বাঁকুড়া শহরে ধরা পড়ে সমীক্ষক দলের দুই মহিলা সহ পাঁচ সদস্য। জানা গিয়েছে, পাঁচ সদস্যর ওই সমীক্ষক দল বাঁকুড়া শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে সমীক্ষার কাজ করতে যান। বিষয়টি নজরে পড়তেই তৃণমূলের স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক তড়িঘড়ি ঘটনাটি বাঁকুড়া সদর থানায় জানান। এরপরই ওই পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। ধৃতদের বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজনের বাড়ি পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ে। বাকিদের বাড়ি বাঁকুড়া জেলায়। ধৃতদের দাবি, তারা একটি বেসরকারি সমীক্ষক সংস্থার কর্মী হিসাবে বাঁকুড়া শহরের ওই ওয়ার্ডে কাজে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে সঠিক কী অভিযোগ তা জানেন না বলেও জানিয়েছেন ধৃতরা।

মাখাল্ডী গুড়জলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম: মাখাল্ডী, পোস্ট: ইটাচুনা, জেলা: হুগলী
নিবন্ধন সংখ্যা: (REGISTRATION NUMBER) : 48HG তারিখ- ০৪.০৯.১৯৭৬

খসড়া নির্বাচক তালিকা (DRAFT VOTER LIST) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৮৩১ তারিখ ২৫/০৭/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী সমীর মুখাজ্জী, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, মাখাল্ডী গুড়জলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণ কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালক মণ্ডলীর (BOARD OF DIRECTORS) সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে খসড়া নির্বাচক তালিকা গত ২৬.০৫.২০২৫, তারিখে সমিতির অফিসে প্রকাশিত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সদস্যের কোন অভিযোগ থাকলে ছুটির দিন ব্যতিত যে কোন দিন বেলা ১০ টা থেকে বেলা ২ টার মধ্যে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অভিযোগ জানানোর শেষ দিন হল **১২ই জুন,২০২৫**।

স্বাক্ষর- **শ্রী সমীর মুখাজ্জী**
সহকারী রিটার্নিং অফিসার,
মাখাল্ডী গুড়জলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

শিখিরা চাঁপ্তা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
ঠিকানা : গ্রাম - চামটা, পোষ্ট- হরিদাসপুর, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন-৭১২১৪৭
নিবন্ধন সংখ্যা : 12HG তারিখ- 05/07/1971

॥ প্রতিনিধি নির্বাচন ॥

খসড়া নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের উপ/সহ-নিবন্ধক,হুগলী রেঞ্জ তথা রেঞ্জ এর সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৫৫৯ তারিখ ১৬.০৫.২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী প্রবীর পান্ডে, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, তথা সহকারি রিটার্নিং অফিসার, শিখিরা চাঁপ্তা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগনকে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন বিশেষ সাধারন সভার জন্য পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন উপলক্ষে প্রতিনিধি নির্বাচন এর জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/ সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমান তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তার দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরেজির **২৮/৫/২০২৫ তারিখ হতে ১২/০৬/২০২৫ তারিখের মধ্যে** সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১:০০ ঘটিকা থেকে বেলা ২:০০ ঘটিকা মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরেজির **১৩/০৬/২০২৫ তারিখে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা থেকে বিকেল ২:০০ ঘটিকার মধ্যে** সহকারী রিটার্নিং অফিসার দ্বারা শিখিরা চাঁপ্তা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ অফিস-গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে, অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা আগামী ইংরাজি **১৩/০৬/২০২৫ তারিখ বেলা ৩:০০ ঘটিকায়** সমিতির নোটিস বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

স্বা:/- **প্রবীর পান্ডে,**
সহকারি রিটার্নিং অফিসার,
তারিখ:২৭/০৫/২০২৫ — শিখিরা চাঁপ্তা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

নোটিশ
ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[illegible]

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[illegible]

এএসবি ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড হার্ডওয়্যার ইম্পেক্স এলএলপি
[illegible]

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) তৎসহ পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট [illegible]

তারিখ : ২৭.০৫.২০২৫ স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GQ1148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২ এর ৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১ ২	ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি শেফালী দেব, সহ ঋণগ্রহীতা : শ্রী দিলীপ কুমার দেব। ২৫৬৬৭৫১০০০০০৮২৪	ক. ৩১.০১.২০২৫ খ. ২১.০৫.২০২৫ গ. **২,২৯,৩৩৩.৮০ টাকা** (দুই লাখ উনত্রিশ হাজার তিনশ তেত্রিশ টাকা এবং আশি পয়সা) ০৮.১১.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৯.১১.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল সংশ্লিষ্ট সক অংশ জমির পরিমাণ ৬ শতক, মৌজা : বোগরা, জেএল নং ৩০, প্লট নং আরএস ১৫৯৪, এলআর ১৫৯৪, খতিয়ান নং আরএস এলআর -৩৮৫, পুরসভা : জামুরিয়া পুরসভা কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ১৪, থানা : জামুরিয়া, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** শিব মন্দির, **দক্ষিণে :** সড়ক, **পূর্বে :** অন্যান্যর খালি জমি, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর খালি জমি।

তারিখ : ২৭.০৫.২০২৫, স্থান : দুর্গাপুর — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. অনুমোদিত অফিসার,

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা
১৫, আর এন টেগোর রোড, পো - কৃষ্ণনগর
থানা - কোতয়ালি, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১০১
ইমেল : k814@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **“যেখানে যেমন অছে”, “যেখানে যা আছে”, এবং “যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” ১৮.০৬.২০২৪ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স আবদুল আজিজ মন্ডল,** গ্রাম : বালির মাঠ পাড়া চাপড়া, পো : বাঙ্গালঝি, থানা : চোপড়া, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১২৩। ২. **স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা : শ্রী আবদুল আজিজ মন্ডল,** পিতা : মধু মন্ডল, গ্রাম : পাথরাডাহা দক্ষিণপাড়া রূপদহ, পো এবং থানা : চোপড়া, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১৪০। ৩. **জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রীমতি মেহরান বিবি ওরফে মেহারুন বিশ্বাস,** স্বামী মিরাজ বিশ্বাস, গ্রাম : দক্ষিণ লাক্সিগাছা মল্লিকপাড়া, বৃট্টিহুডা, পো : তালিখুদা, থানা : চোপড়া, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১২৩। খ) কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা।	**সম্পত্তি নং ১ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির এরিয়া পরিমাণ ৪.২০ শতক, **সম্পত্তি শ্রী আবদুল আজিজ মন্ডল এর নামে,** গ্রাম : চোপড়া বালি মাঠ পাড়া, পো : বাঙ্গালঝি, থানা : চোপড়া, মৌজা :চোপড়া, জেএল নং ৩৯, আরএস দাগ নং ২৭৪, এলআর দাগ নং ৪০৯, খতিয়ান নং আরএস ২৫১, এলআর ১৯২১ (কেআরআই) চোপড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, উল্লেখ্য স্বত্ব/দান দলিল নং ১/১৪৩৫১ তারিখ ১৩.১০.২০১৫। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** নূরজাহান বেগমের ভবন, **দক্ষিণে :** ৯ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত সড়ক, **পূর্বে :** এইচ আর বিশ্বাসের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** আমজাদ আলি শেখ। **সম্পত্তি ২ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির এরিয়া পরিমাণ ২ শতক, **সম্পত্তি মেহরান বিবি ওরফে মেহরুন বিশ্বাস এর নামে,** প্লট নং আরএস : ১০৭৪, এলআর ১৫৩২, এরিয়া পরিমাণ ২ শতক, প্লট নং আরএস ১০৭৪/১৮১২, এলআর ১৫২৮, মোট এরিয়া জমির পরিমাণ ৪ শতক এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন, খতিয়ান নং আরএস ৬৬, এলআর ১১৭২, বর্তমান এলআর ৩৩৫৭, এডিএসআরও -চোপড়া, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৪০৫৪, বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ২৫৮ থেকে ২৬৩, তারিখ ১৯.০৪.২০০৬, এডিএসআরও চোপড়া, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** নূরজাহান বিবির ভবন **দক্ষিণে :** আলি কাদার সানসার মন্ডল, **পূর্বে :** সফিরুদ্দিন মন্ডলের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** গলি/রাস্তা।	**৭২,৮৩,৯৭৫.০০ টাকা** (বাহাত্তর লাখ তিরাশি হাজার নশো পঁচাত্তর টাকা) (বিবি + এমওআই = ৫৭,৮৭,৮৭৪.২৬ টাকা + ১৪,৯৬,১০০.৭৪ টাকা) **২৬.০৫.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**সম্পত্তি : ১** **ক) ৯.৯৪ লাখ টাকা (*)** (নয় লাখ চুরানব্বই হাজার টাকা) **খ) ১.০০ লাখ টাকা** (এক লাখ টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30022842972** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) স্বত্ব দখলীকৃত** **সম্পত্তি : ২** **ক) ১৭.২৪ লাখ টাকা (*)** (সতের লাখ চব্বিশ হাজার টাকা) **খ) ১.৭৩ লাখ টাকা** (এক লাখ তিয়াত্তর হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30022842972A** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
২	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : নূরজাহান বেগম,** স্বামী আবদুল আজিজ মন্ডল। ২. **সহ ঋণগ্রহীতা : শ্রী আবদুল আজিজ মন্ডল,** পিতা মধু মন্ডল। ৩. **জামিনদাতা : বাপ্পা হোসেন মন্ডল,** পিতা আবদুল আজিজ মন্ডল। ৪. **জামিনদাতা : আসরাফুল মন্ডল,** পিতা আবদুল আজিজ মন্ডল। **সকলের ঠিকানা :** গ্রাম : পাথরদহ, পো : রূপদহ, থানা : ধুবুলিয়া, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১৪০। খ) কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ, মৌজা : চোপড়া, জেএল নং ৩৯, চোপড়া এডিএসআরও -চোপড়া জিপি, খতিয়ান নং আরএস ২৫১, এলআর ১৯২১, এইচ এলআর ৪৭৫৭, প্লট নং আরএস ২৭৪, এলআর ৪০৯, চোপড়া জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১৪০, পশ্চিমবঙ্গ, জমিরি এরিয়া : ৪ ডেসিমেল। জমির শ্রেণি : ভিটা, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ৬৪৮৬, তারিখ ১৩.১২.২০১১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও : চোপড়া, **সম্পত্তি নূরজাহান বেগম,** স্বামী আবদুল আজিজ মন্ডলের নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** নিজামুদ্দিন শেখ এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** আবদুল আজিজ মন্ডলের জমি, **পূর্বে :** হাবিবুর রহমান বিশ্বাসের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ।	**২১,০২,৪২২.০০ টাকা** (একুশ লাখ দুই হাজার চারশ বাইশ টাকা) (বিবি + এমওআই = ১৮,২৭,৬৭৬.০০ টাকা + ২,৭৪,৭৪৬.০০ টাকা) **২৬.০৫.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৩৫.২২ লাখ টাকা (*)** (পঁয়ত্রিশ লাখ বাইশ হাজার টাকা) **খ) ৩.৫২২ লাখ টাকা** (তিন লাখ বাহান্ন হাজার দুশো টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30182364976** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) স্বত্ব দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৮.০৬.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৬.০৫.২০২৫
স্থান- কৃষ্ণনগর আরএনটি
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
CIN: L46620WB2024PLC268366
রেজি. অফিস : গদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ১০ম তল, স্ট্রিট নং ১৮,
ব্লক ইপি অ্যান্ড জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৯১
টেলিফোন : (০৩৩) ৪৬০৪ ১০৬৬ ইমেল : cs@ganeshinfra.com ওয়েবসাইট : www.ganeshinfra.com

দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোম্পানির সদস্যগণের উদ্দেশে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ২য় বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার ১৯ জুন ২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) /অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে জেনারেল সার্কুলার তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) (যৌথভাবে এমসিএ সার্কলার হিসেবে উল্লিখিত) এবং সেবি সার্কুলার তারিখ ১২ মে ২০২০, ১৫ জানুয়ারি ২০২১ এবং ৫ জানুয়ারি ২০২৩ (সেবি সার্কুলারসমূহ) অনুযায়ী অনুমোদিত এজিএম/ইজিএম ভিসি/ওএভিএম মাধ্য এবং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং অন্যান্য সার্কুলারসমূহ ইস্যুকৃত সংশ্লিষ্ট কারণে (এমসিএ সার্কুলার) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) উল্লেখ্য সার্কুলার তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ (সেবি সার্কুলার) সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত একটি সুবিধাজনক স্থানে রেজিস্টার্ড অফিসে সভার অনুষ্ঠান স্থল হিসেবে গণ্য সদস্যগণের অবগতির জন্য প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য ২য় বার্ষিক সাধারণ সভায়।

উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি সোমবার, ২৬ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে যারা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (“আরটিএ”)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (“ডিপি”)র সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন। এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, অর্থাৎ, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (“এনএসই”) যথাক্রমে www.nseindia.com এবং এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.in.mpms.mufg.com এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বৃহস্পতিবার, ১২ জুন, ২০২৫ থেকে বৃহস্পতিবার, ১৯ জুন, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে কোম্পানির ২য় বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা ২০১৪ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডাড -২ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোবাজর রিকোয়ারমেন্টস) বিধিমালা, ২০১৫ (“সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫”) এর রেগুলেশন ৪৪ অনুযায়ী, সময়ে সময়ে সংশোধিত, কোম্পানি ১২ জুন ২০২৫ তারিখের মধ্যে, কাট-অফ ডেট, তারিখ অনুসারে, তার শেয়ারধারী সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করছে। সদস্যরা ই-ভোটিং সিস্টেম (“রিমোট ই-ভোটিং”) ব্যবহার করে অথবা বার্ষিক সাধারণ সভার ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডকে নিযুক্ত করেছে। ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি/নির্দেশনা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে, সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে :

১. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংযুক্তি সহ নোটিশ পাঠানোর তারিখ ২৬ মে, ২০২৫।
২. রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় হল ১৬ জুন, ২০২৫, সকাল ৯টা এবং রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ এবং সময় হল ১৮ জুন, ২০২৫, বিকেল ৫টা। এখানে উল্লিখিত শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
৩. ই-ভোটিং এর জন্য কাট-অফ তারিখ বৃহস্পতিবার ১২ জুন ২০২৫।
৪. বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর যারা শেয়ার কিনেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে যারা যোগ্য সদস্য, তারা https://instavote.linkintime.co.in ঠিকানায় ই-ভোটিং এর জন্য অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
৫. ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সদস্যরা এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে প্রস্তাবে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশাবলী বার্ষিক সাধারণ সভায় নোটিশে দেওয়া আছে।
৬. যেসব সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান/অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু তাদের পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৭. যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা আমানতকারীদের দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।
৮. যেসব সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপিতে নিবন্ধিত নয় তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধনের পদ্ধতি এজিএম নোটিশে পাওয়া যাবে।
৯. কোম্পানি এবং সভার বিজ্ঞপ্তি যেখানে প্রদর্শিত হয় সেই সংস্থার ওয়েবসাইট ঠিকানা
কোম্পানি www.ganeshinfra.com, এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড www.in.mpms.mufg.com।
১০. ইলেকট্রনিক ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগগুলি সমাধানের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিদের যোগাযোগের বিবরণ :

নাম	পদবি	ইমেল ঠিকানা	ফোন নং
(ক) শ্রীমতী ভারতী মুন্দ্রা	কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার	cs@ganeshinfra.com	(০৩৩) ৪৬০৪১০৬৬
(খ) শ্রী রাজ কুমার বান্থিয়া	স্ক্রুটিনাইজার	raj@manojbanthia.com	(+ ৯১) ৯৮৩১৫৮২১৫৪
(গ) শ্রী রাজীব রঞ্জন	সিনিয়র অ্যাসি. ভাইস প্রেসিডেন্ট	insta.vote@linkintime.co.in	(০২২) ৪৯১৮৬০০০

ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা ইনস্টাভোট হেল্পডেস্কে enotices@in.mpms.mufg.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে অথবা টেলিফোন ০২২- ৪৯১৮ ৬০০০ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ভারতী মুন্দ্রা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম নং : এ৩৩৩৬৩

তারিখ : ২৬ মে ২০২৫
স্থান : কলকাতা

সামান্য বৃষ্টিতেই জল থইথই মালদার সাহাপুর এলাকার রাজ্য সড়ক, দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সোমবারের সাত সকালের একটানা ঘণ্টা খানেকের বৃষ্টিতে জলে ডুবল পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর এলাকার শিব মন্দির সংলগ্ন রাজ্য সড়ক। আর তাতেই রীতিমতো দুর্ভোগে পড়তে হয় সাধারণ পথ চলতি মানুষদের। সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মালদা - নালাগোলা রাজ্য সড়কের গুরুত্ব রয়েছে চিরকাল। মূলত, শিব মন্দির সংলগ্ন এই রাজ্য সড়কের আশেপাশে অসংখ্য দোকান, বাজার, হাট সবই রয়েছে। কিন্তু এদিনের প্রায় দুই ঘণ্টার বৃষ্টিতেই সকাল থেকেই গোটা রাস্তায় গোড়ালির ওপর জল জমে যাওয়ায় রীতিমতো দুর্ভোগে পড়তে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। এমনকী বিভিন্ন যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়। এই পরিস্থিতির জন্য পূর্ত দপ্তরকে দায়ী করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, শিবমন্দির বাসস্ট্যান্ড অল্প বৃষ্টি হলেই নিকাশির অভাবে জমে যায়। এর ফলে রাজ্য সড়কের দুই ধারে যাত্রী দাঁড়ানোর কোনো জায়গা থাকে না। সড়কের উপরে জমা জলের মধ্যে দিয়ে যানবহন চলাচল করে এবং নিত্য পথচারী ও গাড়ির চালকরা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এরফলে সাহাপুর বাসস্ট্যান্ড অর্থাৎ শিবমন্দির সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় মানুষের এবং নিত্য যাত্রীদের দুর্ভোগের শেষ নেই। এই এলাকায় দুটি হাইস্কুল, সাহাপুর পঞ্চায়েত অফিস, একটি ব্যাংক রয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে। এমনকী প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের সদস্য, প্রধান সহ প্রশাসনের বড় আধিকারিকেরাও যাতায়াত করেন। কিন্তু মানুষের সমস্যার দিকে ভ্রুক্ষেপ দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থা সমাধান করা হোক। এ প্রসঙ্গে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি সাহা দাস বলেন, গুরুত্বপূর্ণ ওই শিব মন্দির সংলগ্ন এলাকার রাজ্য সড়কের জল জমার সমস্যার কথা শুনেছি। রাজ্য সড়কের দুই ধারে বড় হাইড্রেনের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সেটা পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তৈরি করা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে জেলা প্রশাসন এবং পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

পদ্মা ভাঙন রোধে সাড়ে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সেচ দপ্তর

তারানগর ভাঙনস্থল পরিদর্শনে লালগোলার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, লালগোলা: লালগোলা ব্লকের তারানগরে পদ্মা ভাঙন রোধে নদী বন্ধন প্রকল্পে সাড়ে সাত কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সেচ দপ্তর। চলতি অর্থবর্ষের ১৭ এপ্রিল এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজও হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু হবে। তারানগর এলাকায় জনসভা করে একথা জানিয়ে দিলেন লালগোলার তৃণমূল বিধায়ক মহম্মদ আলি। তিনি বলেন, গতবছর আমাদের আবেদনের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী নদী বন্ধন প্রকল্প বাজেটে ঘোষণা করেছিলেন। পদ্মা ভাঙন রোধে ৭.৫২ কোটি টাকার বরাদ্দ শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। নদী ভাঙন রোধে যে দলের যা ক্ষমতা রয়েছে তা কাজে লাগাতে হবে। জনসভার পর তারানগর ভাঙনস্থলে পরিদর্শন করেন বিধায়ক মহম্মদ আলি। লালগোলা বিধানসভার অন্তর্গত বিলবোরাকোপরা অঞ্চলের তারানগর গ্রামে পদ্মা নদীর ভাঙন

দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামবাসীদের সমস্যার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিবছর বর্ষায় নদীর তীব্র ভাঙনে ঘরবাড়ি, কৃষিজমি ও রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত পদ্মা গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। গত বছর তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছিল। সংবাদমাধ্যমে তোলপাড় হতেই স্থানীয় বিধায়ক ভাঙন প্রতিরোধে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। স্থায়ী সমাধানে রাজ্য সেচ দপ্তর তারানগরে পদ্মা ভাঙন প্রতিরোধে বরাদ্দ করেছে ৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। এই বরাদ্দের খবর পেয়ে এলাকায় খুশির জোয়ার নেমে এসেছে।

লালগোলার বিধায়ক মহম্মদ আলি নিজে পরিদর্শনে যান তারানগরের ভাঙনস্থলে। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং জানান যে, বিধানসভায় পদ্মা ভাঙনের বিষয়টি তোলার পর মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এত দ্রুত অর্থ বরাদ্দ সম্ভব হয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন লালগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোতাহার হোসেন, রিপন সহ অন্যান্যরা। স্থানীয় বাসিন্দা নজরুল ইসলাম বলেন, বর্ষায় নদী ভাঙন রোধের কাজ সম্ভব নয়। ভারী বর্ষণ হলে পদ্মার জল ফুলে ফেঁপে উঠবে।

হাতির হামলায় তছনছ সাঁকরাইল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকে একের পর এক হাতির হামলার ঘটনায় এলাকা জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে ৫০-৬০ টি হাতির একটি দল গ্রামের পর গ্রামে তাণ্ডব চালাচ্ছে। একাধিক গ্রামের বহু বাড়ি-ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। দরজা জানালা ভেঙে তছনছ করেছে সরকারি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। বিশেষ করে রবিবার রাতে কেন্দুডাংরি ও দুধিয়ানালা গ্রামে লাগামহীন তাণ্ডব চালিয়েছে হাতির দল। কেন্দুডাংরিতে অন্তত দশটি মাটির বাড়ি ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। একইভাবে রাতভর ঘরবাড়ি ভাঙচুর চালিয়েছে দুধিয়ানালায়। টিয়াকাটির আইসিডিএস কেন্দ্রের দুটি জানালা ভেঙে সমস্ত সামগ্রী তছনছ করেছে। এত বড় ক্ষয়ক্ষতির পর বনদপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, বার বার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও বনদপ্তরের কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। বারবার হাতির হানায়

ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মেলেনি ক্ষতিপূরণ। এজন্য চরম ক্ষোভে ফুঁসছেন সাঁকরাইলবাসী। সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাতো বলেন, আমি এলাকায় গিয়ে খোঁজ নিয়েছি। ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য বনদপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। বনদপ্তর যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করে তাহলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব।

সিপিএমের পতাকা ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সিপিআইএমের দলীয় পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার পাশাপাশি কাদা দিয়ে দেওয়াল মুছে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সোমবার সকালে ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। খবর পেয়ে এলাকায় আসেন সিপিএমের নেতৃত্ব। ঘটনাটি আরামবাগের ডোঙল মোড় সংলগ্ন সিপিআইএমের জোনাল পার্টি অফিস এলাকার। ঘটনার কথা জানতে পেরেই এলাকায় ছুটে যায় সিপিআইএমের নেতৃত্বরা। তারা গিয়ে দেখেন, তাদের দলের দলীয় পতাকা, ফেস্টুন এবং দেওয়ালে লেখা দলীয় প্রতীক চিহ্নে কাদা লেপে মুছে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় সিপিএমের নেতারাও স্তম্ভিত হয়ে যান। এরপরেই ঘটনাস্থলে যায় সিপিআইএমের প্রাক্তন সাংসদ শক্তিমোহন মালিক, সিপিআইএমের ১ নং এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুশান্ত মণ্ডল, বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা মোজাম্মেল হোসেন, কৃষক আন্দোলনের নেতা সুশান্ত চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। উল্লেখ্য, শনিবার ডোঙল মোড় এলাকায় ৩ নং জোনাল কমিটির অফিসে প্রয়াত সিপিআইএম নেতা শ্যামাপদ চক্রবর্তীর স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। ডোঙল এলাকার পার্টি অফিসে দলীয় এই কর্মসূচিতে হাজির হয়ে ছিলেন সিপিএমের একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মীরা। স্মরণ সভায় আলাপ আলোচনায় তারা সমবেত হন। শনিবার স্মরণ সভায় সিপিএম নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। এদিকে সোমবার সকালে স্থানীয় সিপিআইএম নেতৃত্ব দেখতে পান দলীয় পতাকা, ফেস্টুন, দেওয়াল মুছে দেওয়া সহ শহিদ বেদী ভাঙচুর করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন প্রাক্তন সাংসদ শক্তি মোহন মালিক। তিনি বলেন, দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব করেছে। আমরা ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছি।

মেদিনীপুরে নজরুল জয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং শালবনী ব্লকের গোদাপিয়াশাল এমজিএম হাইস্কুলের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের রবীন্দ্র মুক্ত মঞ্চে সোমবার সকালে নজরুল জয়ন্তী পালন করা হয়। নজরুল প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আমন্ত্রিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির শিল্পীদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। নজরুল ইসলামের জীবন আলেখ্য বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক বরুণ মণ্ডল ও কবি নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করেন আলোকবরণ মাইতি। নৃত্য পরিবেশন করে শেষাদ্রী ডান্স একাডেমী ও নটরাজ ড্যান্স একাডেমীর শিক্ষার্থীরা। নৃত্য সহযোগে আবৃত্তির কোলাজ উপস্থাপন করেন স্বর ও আবৃত্তি -র শিক্ষার্থীরা। উপস্থিত ছিলেন নৃত্যশিল্পী ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, শেষাদ্রী মিশ্র,বাচিক শিল্পী শুভদীপ বসু, অধ্যাপক সুব্রত মাইতি। ছিলেন সুদীপ কুমার খাঁড়া, মণিকাঞ্চন রায়, শুভেন্দু রায়, অরূপ ব্যানার্জী, শাশ্বতী শিকদার-সহ অন্যান্যরা।

Kothari Group

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194, ওয়েবসাইট : www.gillandersarbuthnot.com
টেলিফোন : ০৩৩-২২৩০-২৩৩১, **ফ্যাক্স :** ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল: secretarial@gillandersarbuthnot.com

পাবলিক নোটিস – ৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণের ৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে, সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত শুক্রবার ২৭ জুন ২০২৫ তারিখে সকাল ১০ টায় (আইএসটি)অনুষ্ঠিত হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এর সংস্থান এবং রুলস অধীনে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া **(সেবি)** (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং তৎসহ পঠিত **এমসিএ এবং সেবি (সার্কুলারসমূহ)** সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংস্থান অধীনে এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের জন্য।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এজিএম -এর নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি এবং আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২০২৫-এর বার্ষিক রিপোর্ট সেই সমস্ত সদস্যকে পাঠানো হবে যাঁদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) কাছে নথিভুক্ত আছে। উক্ত নোটিশ ও বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com** এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে এমন স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটে (**www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**) এবং সিডিএসএলের ওয়েবসাইটে - **www.evotingindia. com**।

ই-মেল আইডি রেজিস্টার করার/আপডেট করার পদ্ধতি :

- যে সদস্যদের কাছে বাস্তবিক পদ্ধতিতে শেয়ার আছে, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (**"আরটিএ"**) -এর কাছে তাঁদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করতে যাতে নোটিশ ও আর্থিক বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়া যেতে পারে এবং ই-ভোটিং-এর জন্য তাঁদের পরিচয়পত্রাদি লগ ইন করা যায়। প্যান, ইমেল আইডি ইত্যাদি আপডেট করার লিংক **http://www.mdpl.in**।
- ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিনভাবে কোম্পানির কাছ থেকে খবরাখবর পাওয়ার জন্য তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাঁদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার/আপডেট করিয়ে নিতে।

ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি :

- কোম্পানি সিডিএসএল কর্তৃক এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাব সম্পর্কে তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। যে-সব সদস্য ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেবেন তাদের সংখ্যা গণনা করা হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম নিশ্চিত করার জন্য।
- ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানের জন্য লগ ইন পরিচয়পত্র সদস্যরা পাবেন ই-মেল -এর মাধ্যমে, আগে তাঁরা উপরে দেওয়া পদ্ধতিতে তাঁদের ই-মেল আইডি সফলভাবে রেজিস্টার করার পরে।

বই বন্ধ, লভ্যাংশের রেকর্ড তারিখ এবং তার অর্থ প্রদান

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে পরিচালনা পর্ষদ শুক্রবার, ৯ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির ৭.৭৫ শতাংশ কিউমুলেটিভ রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার (সিআরপিএস) এর উপর লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে।

সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ২১ জুন, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ২৭ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের কাছে প্রদান/ক্রেডিট/প্রেরণ করা হবে যাদের নাম রেকর্ড তারিখে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে রয়েছে অর্থাৎ শুক্রবার, ২০ জুন, ২০২৫ এবং ইলেকট্রনিক আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড কর্তৃক রেকর্ড তারিখে সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে তালিকাভুক্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে।

যেসব সদস্য কোম্পানিতে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেছেন, তাদের লভ্যাংশ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদান করা হবে। যেসব সদস্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্ট/চেক পাঠানো হবে। লভ্যাংশ গ্রহণে বিলম্ব এড়াতে, অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিপোজিটরি (যেখানে শেয়ার ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে রাখা হয়) এবং কোম্পানির আরটিএ (যেখানে শেয়ার ভৌত মোডে রাখা হয়) এর সাথে কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তারা সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ পেতে পারেন।

এই নোটিস ইস্যু করা হচ্ছে কোম্পানির সমস্ত সদস্যের জ্ঞাতার্থে ও সুবিধার্থে।

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
রজত অরোরা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬ মে, ২০২৫

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45201WB1996PLC077451
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪০৯, স্বায়িকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.)৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৩৪৩৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, **ইমেল:** info@dynamicarchistructures.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(ইপিএস ছাড়া টাকার অঙ্ক কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত/চলতি বর্ষ সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ অর্থাঙ্ক/পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত পূর্ববর্তী বর্ষের
		৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৪
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৪৮	৫.৮৪	০.৭৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে #)	(১.৭১)	৪.৫৪	(০.১৬)
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	(১.৭১)	৪.৫৪	(০.১৬)
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	(২.৩০)	৩.১২	(০.২০)
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয়(করের পরে)]	(২.৩০)	৩.১২	(০.২০)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)			
	১. মৌলিক :	(৪.৬০)	৬.২২	(০.৩৯)
	২. মিশ্রিত :	(৪.৬০)	৬.২২	(০.৩৯)

দ্রষ্টব্য : ক উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com -এ পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এক্সেস করা যাবে।
খ #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা ইন্ড এএস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পোরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর (DIN- 00581351)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬.০৫.২০২৫

এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN No: L21090WB1984PLC037968
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫০৫, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, ৪১এ, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: www.agiopaper.co.in, **মেল আইডি:** ho@agiopaper.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	৩১.০৩.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য (নিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	০.২৫	০.৪৮	১৮.২০
করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	(৩৮.৬৩)	(১৫৭.৭৮)	(১৮.০৭)
আদায়ীকৃত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির ফেসভ্যালু ১০/- টাকা)	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪	১,৬১২.৭৪
শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
মূল ও মিশ্র	(০.২৪)	(০.৯৮)	(০.১১)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি হল ত্রৈমাসিক/বার্ষিক সময়ের মাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস যা ফাইল করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.agiopaper.com)-এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের পক্ষে
এজিও পেপার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-র পক্ষে
এম চক্রবর্তী
ডিরেক্টর
DIN-03106149

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬ মে, ২০২৫

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি.অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
ফোন: (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল: periatea@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.periatea.com
CIN : L01132WB1913PLC220832

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		৩১.০৩.২০২৫ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৫)	৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য নং ৫)	৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯৯৭.১৮	১,২৪৪.৪২	১,১৬০.০৩	৫,০৫৭.১০	৫,৩৭০.৪৪
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(২৮৯.৫০)	(৩৭৮.৩৬)	৪৫৮.৫৮	৪৯.৫৩	৬৫০.৮০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২৮৯.৫০)	(৩৭৮.৩৬)	৪৫৮.৫৮	৪৯.৫৩	৬৫০.৮০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৩৩৬.৬৭)	(৩৬২.৮৫)	৩৬৮.৫৩	২৪.১১	৫৩৩.৫৯
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	১,০৬৭.৬৬	২৬৬.২৬	৭৮৮.১২	২,১০৬.২৬	৯৬৮.৬৩
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা প্রতিটি)	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯	৩০৯.৫৯
৭	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্সশীটে প্রদর্শিত মতো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ)				২০,৮৮৭.৭২	১৮,৮১২.৪৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকার প্রতিটি)					
	- মৌলিক	(১০.৮৭)	(১১.৭২)	১১.৯০	০.৭৮	১৭.২৪
	- মিশ্রিত	(১০.৮৭)	(১১.৭২)	১১.৯০	০.৭৮	১৭.২৪

দ্রষ্টব্য :-
১. বিবরণটি অডিট কমিটি দ্বারা ২৬ মে, ২০২৫ তারিখে তাদের সভায় পর্যালোচিত এবং ২৬ মে, ২০২৫ তারিখে পরিচালন পর্ষদের সভায় গৃহীত হয়েছে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ শেষ হওয়া বছরের জন্য একটি নিরীক্ষা চালিয়েছেন।
২. অন্যান্য আয়গুলোর মধ্যে তামিলনাড়ুর আরালভাইমোঝির উইন্ডমিলের জমি বিক্রীর লাভ অন্তর্ভুক্ত আছে, যা ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য ৫৫২.৯৬ লাখ টাকা ছিল, যার মধ্যে ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৫১১.৮৪ লাখ টাকা প্রযোজ্য।
৩. এই স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতি অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) বিধিমালা, ২০১৫ এর সাথে সংশোধিত হয়েছে।
৪. সংস্থাটি চা, শক্তি এবং বিনিয়োগ হিসাবে তার ব্যবসায়কে তিনটি বিভাগে সংগঠিত করেছে যা ''সেগমেন্ট রিপোর্টিং'' নীতির ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস -১০৮-অপারেটিং সেগমেন্ট) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
৫. ৩১ মার্চ, ২০২৫ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি হল সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছরের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।
৬. সমাপ্ত বছরের হিসাবে কোম্পানিটির প্লাসিড লিমিটেডে ৯৩,৫৯০টি ইক্যুইটি শেয়ার রয়েছে, যা প্লাসিড লিমিটেডের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের ১৭.৪৩%। প্লাসিড লিমিটেড, একটি ট্রান্সফারার কোম্পানি হওয়ায়, বর্তমানে মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতার কাছে অনুমোদনের জন্য বিচারাধীন একটি স্কিমের অংশ, যার মধ্যে এই স্কিমের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় অনুমোদন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মাননীয় এনসিএলটি কর্তৃক প্রকল্পটির অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকায়, পর্যালোচনাধীন সময়ের আর্থিক বিবরণীতে কোম্পানি কর্তৃক প্রকল্পের কোনও প্রভাব এখনও পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়নি।
৭. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাস নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
৮. ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ শেষ হওয়া অর্থবছরের জন্য প্রতি শেয়ারে ১ টাকা লভ্যাংশ (প্রতিটির ফেস ভ্যালু ১০ টাকা) প্রদানের সুপারিশ করেছে পরিচালনা পর্ষদ।
৯. উপরোক্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-এর রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** -তে পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এক্সেস করা যাবে।

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লিঃ-র পক্ষে
স্বা/-
(এল. এন. বাঙ্গুর)
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬.০৫.২০২৫

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ: (০৩৩) ২২২৩-০০১৬/১৮, ই-মেল : kvl@lnbgroup.com, ওয়েবসাইট : www.lnbgroup.com, CIN : L51909WB1995PLC071730

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায় ইপিএস ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৪)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৪)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৪)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (উল্লেখ্য দ্রষ্টব্য ৪)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৫ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	(১৭৮.৭৩)	১,৪৩৮.৮৮	৬৮৭.৭১	৭,৩২০.৮৬	৯,৯৪৮.৬৬	১,২১৪.৩০	৩,১৪৫.২৩	২,৬৬৮.৯৫	১১,৩৫১.০৮	১৩,৬২৮.৬১
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(১,৫১০.১১)	৬১০.৭৩	১২.৭৭	৪,২৬৫.৮২	৭,৬৭৬.৯১	(১,৩১২.৯৬)	১,৩৮১.৬১	৭৭৩.১৩	৭,৭৪৮.৫৪	২২,১৬৪.৪৫
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১,৫১০.১১)	৬১০.৭৩	১২.৭৭	৪,২৬৫.৮২	৭,৬৭৬.৯১	(১,৩১২.৯৬)	১,৩৮১.৬১	৭৭৩.১৩	৭,৭৪৮.৫৪	২২,১৬৪.৪৫
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১,২১১.৯১)	২৪৫.৬২	১৫৭.৯৯	৩,৫৫১.৯৫	৬,১৯১.৯০	(১,২৯৮.৬১)	৭৮৩.৫১	৭৪৮.৬৯	৫,৯১০.৯৭	২০,১৮৫.৮৮
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত] -এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(৬,১৫৬.৪৪)	৪,৪১৬.৭১	১,৯৮৬.৪৭	১১,৯২৬.৪৫	১৫,৬৮৩.৬৬	(৭,৭৩৬.০৭)	৫,০৭৬.৮১	৮,৮৪৪.৫০	২০,৫১৯.৬৬	৪৮,৯৪৮.৮৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকা)	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৭২৮.৪২	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮	২,৬৯৮.১৮
৭	শেয়ার প্রতি আয় প্রতিটি ১০/- টাকা (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য)										
	মৌলিক	(৪.৪৪)	০.৯০	০.৫৮	১৩.০২	২২.৬৯	(৪.৮১)	২.৯০	২.৭৭	২১.৯১	৭৪.৮১
	মিশ্রিত	(৪.৪৪)	০.৯০	০.৫৮	১৩.০২	২২.৬৯	(৪.৮১)	২.৯০	২.৭৭	২১.৯১	৭৪.৮১

দ্রষ্টব্য -
১. উপরের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা সমীক্ষিত এবং ২৬ মে, ২০২৫ তারিখের সভায় কিরণ ব্যাপার লিমিটেডের ('দি কোম্পানি') পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত ও নথিভুক্ত।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ ('ইন্ড এএস') অনুসারে, কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) রুলস, ২০১৫-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('দ্য অ্যাক্ট')-এর সেকশন ১৩৩ অধীনে প্রজ্ঞাপিত, যা কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্) (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০১৫ দ্বারা (সংশোধিত মতো)।
৩. উপরের ফর্ম্যাট ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.lnbgroup.com** -তে পাওয়া যাবে।
৪. ৩১ মার্চ, ২০২৫ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যানগুলি হল সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বর্ষ-থেকে-তারিখের পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান, যা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার বিষয় ছিল।
৫. পরিচালনা পর্ষদ এই সভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ১০% হারে অর্থাৎ ১/- টাকা লভ্যাংশ পুনরায় গ্রহণ করে, যা বার্ষিক সাধারণ সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে হবে।

পর্ষদের পক্ষে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
এল. এন. বাঙ্গুর
চেয়ারম্যান
DIN: 00012617

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬ মে, ২০২৫

চরবৃত্তির অভিযোগে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার সিআরপিএফ জওয়ান

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: এবার পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগ উঠল সিআরপিএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, দেশের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক গোপন তথ্য পাক গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দিত ওই জওয়ান। গত দু'বছর ধরে চরবৃত্তি চালিয়ে গিয়েছে সে। অবশেষে সোমবার দিল্লি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে এনআইএ।

সোমবার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, ২০২৩ সাল থেকে পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তি চালিয়ে গিয়েছে সিআরপিএফ জওয়ান মোতি রাম জাট। দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত গোপন তথ্য সে তুলে দিত পাকিস্তানের গোয়েন্দা আধিকারিকদের হাতে। শুধু তাই নয়, পাক গোয়েন্দাদের তরফে নানাভাবে অর্থও পাঠানো হত অভিযুক্ত সিআরপিএফ জওয়ানকে।

স্বাস্থ্যকর্মী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী-একাধিক পেশায় যুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাকচর সন্দেহে। কিন্তু এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল সিআরপিএফ জওয়ানের নাম। ফলে প্রশ্ন উঠছে, যাদের হাতে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব থাকে, তারাই যদি এইভাবে শত্রুপক্ষের হয়ে কাজ করে তাহলে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে কী করে? দীর্ঘ ২ বছর ধরে পাক চর হিসাবে কাজ করে গেলেও মোতি রামকে ধরা গেল না কেন, উঠছে সেই প্রশ্নও।

অবশেষে এনআইএ'র হাতে ধরা পড়েছে মোতি রাম। পাটিয়ালা হাউস কোর্টের বিশেষ আদালত আপাতত ৬ জুন পর্যন্ত তাকে এনআইএ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। মোতি রামকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন এনআইএ কর্তারা।

উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের পর গোয়েন্দারা জানতে পারেন বেশ কয়েকজন 'গদ্দার' দেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক তথ্য পাকিস্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় 'সুন্দরী' ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রাকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক বিস্ফোরক তথ্য হাতে আসে গোয়েন্দাদের। এরপরই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেশ ক'জনকে পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই দরকারে নামবে সেনা

মুম্বই, ২৬ মে: ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই। আগামী ২৪ ঘণ্টা মুম্বই শহর এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে ঝড়বৃষ্টির 'লাল সতর্কতা' জারি করেছে মৌসম ভবন। সোমবার বিকেলে মৌসম ভবন জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রের বেশ কিছু অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মুম্বইয়ে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতার পরে দুপুরেই মহারাষ্ট্রের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরে যান সে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। দুর্যোগের সময়ে কোনও প্রাণহানি যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। দুর্যোগের সময়ে আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য সেনা এবং নৌসেনাকেও প্রস্তুত থাকার জন্য অনুরোধ করেছে মহারাষ্ট্রের প্রশাসন। শিন্ডে জানিয়েছেন, বৃহন্মুম্বই পুরনিগম, সেনা এবং নৌসেনা; প্রত্যেকেই পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য তৈরি রয়েছে।

উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মুম্বই এবং সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনী মোতায়েনের জন্যও অনুরোধ করেছে মহারাষ্ট্রের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। মুম্বই, কোলাপুর, সাঙ্গলি, সাতারা-সহ আরও কিছু অঞ্চলে মোট এনডিআরএফ-এর ১০টি দল মোতায়েনের অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন মুম্বইয়ের ওরলি মেট্রো স্টেশন। ছাদ ফুটো হয়ে সেখান থেকে চুঁইয়ে পড়ছে বৃষ্টির জল। এই সংক্রান্ত একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছুদিন আগেই নতুন এই ভূগর্ভস্থ স্টেশনটির উদ্বোধন করা হয়েছিল। এর মধ্যেই এই বেহাল দশা। ওরলি মেট্রো স্টেশনটি অ্যাকোয়া লাইন ৩-এর মধ্যে পড়ে। জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই এই লাইনের পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কেরলে বর্ষার আগমন ঘটতেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে মুম্বই, পুণে-সহ উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে। রবিবার রাত থেকে থেকে প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বইয়ের জনজীবন। বৃষ্টি ও বজ্রপাতের জেরে বিমান ওঠানামা ও গণপরিবহণে প্রভাব পড়েছে।

'নগদকাণ্ডে' আরটিআই আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: 'নগদকাণ্ডে' তিন বিচারপতির অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা যাবে না। সম্প্রতি তথ্যের অধিকার (আরটিআই) আইনের আওতায় এক আবেদন খারিজ করে এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। 'নগদকাণ্ড' নিয়ে অনুসন্ধান রিপোর্ট দেখতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের এক আইনজীবী। তাঁর আবেদন খারিজের সময় শীর্ষ আদালত পুরনো এক মামলার রায়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ওই রায়ে উল্লিখিত মানদণ্ড অনুসারে, আবেদনকারী যে তথ্য চাইছেন তা প্রকাশ্যে আনা যায় না। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট 'বার অ্যান্ড বেঞ্চ' অনুসারে, গত ৯ মে আরটিআই আবেদনটি জমা পড়েছিল। গত ২১ মে সেটি খারিজ করে দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের কেন্দ্রীয় তথ্য আধিকারিক (সিপিআইও) হিমানি সরদ। শীর্ষ আদালতের কেন্দ্রীয় তথ্য আধিকারিক এ ক্ষেত্রে ২০১৯ সালের একটি মামলার রায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায় অনুসারে, এই তথ্য প্রকাশ্যে আনা যায় না বলেই জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। ওই আরটিআই আবেদনের জবাবে তথ্যের অধিকার আইনের বেশ কিছু ধারার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে ব্যবসা বাড়াচ্ছে ভারতীয় ফার্মা সংস্থাগুলি

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: বেজিংকে ছাপিয়ে বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য বাড়াতে শুরু করেছে ভারতের ওষুধ সংস্থাগুলি। একাধিক ভারতীয় সংস্থা বিদেশি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওষুধ প্রস্তুত করতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে চিন। ওষুধ রপ্তানি ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বেজিং। এককথায়, আমেরিকা ও চিনের শুল্কযুদ্ধে পোয়াবারো ভারতের।সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনমিক টাইমস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, সুভেন ফার্মাসিউটিক্যালস, সিনজিং ইন্টারন্যাশনাল, ওরিজেন ফার্মাসিউটিক্যালস-এর মতো ভারতীয় সংস্থাগুলি ব্যাপকভাবে নিজেদের ব্যবসা বাড়াতে শুরু করেছে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলিতে। লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট, পশ্চিমের দেশগুলির চিন নির্ভরতা কমিয়ে ভারতের আধিপত্য বাড়ানো। এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেদের অংশীদারিত্ব বাড়ানো। জানা যাচ্ছে, ভারতীয় সংস্থা সুভেন এনজে বায়ো ইনকর্পোরেটেড নামে এক মার্কিন ওষুধ সংস্থার বড় শেয়ার কিনেছে। এই সংস্থাটি আমেরিকার প্রিস্টনে অবস্থিত। গবেষণার পাশাপাশি ক্যানসারের চিকিৎসার ওষুধ তৈরি করে সংস্থাটি। এই বিদেশি সংস্থায় ৬৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে ভারতের সংস্থা।পিছিয়ে নেই সিনজিং ইন্টারন্যাশনাল। আমেরিকার বাল্টিমোরে অবস্থিত এমার্জেন্ট বায়ো সলিউশনস নামে একটি সংস্থা ৩৬.৫ মিলিয়ন ডলারে কিনেছে এরা। ওই বিদেশি সংস্থা প্রোটিনজাতীয় ও জিন সংক্রান্ত রোগের ওষুধ প্রস্তুত করে। শুধু তাই নয়, ভারতের একাধিক ছোটবড় ওষুধ সংস্থা পশ্চিমের দেশগুলিতে বড়বড় ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ শুরু করেছে। আমেরিকা ও ইউরোপে পা জমাতে শুরু করেছে ভারত। ইউরোপও চাইছে নিজেদের বিস্তার ঘটাতে এবং শুল্কের গেরো কাটিয়ে ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে হাত মেলাতে। বিদেশের মাটিতে ভারতীয় ওষুধ সংস্থাগুলির আধিপত্য বিস্তারের নেপথ্যে রয়েছে আমেরিকা ও চিনের মধ্যে চলতে থাকা শুল্কযুদ্ধ।

অপারেশন সিঁদুর শুরুর আধঘণ্টার মধ্যে জানানো হয় পাকিস্তানকে

সংসদীয় কমিটিতে বললেন জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৬ মে: পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের হত্যার প্রত্যাঘাতে ৭ মে পাকিস্তান ও পিওকেতে অপারেশন সিঁদুর চালায় ভারত। ওই অপারেশন শুরুর ৩০ মিনিটের মধ্যে নয়টি জঙ্গিঘাঁটিতে হামলার কথা পাকিস্তানকে জানিয়েছিল ভারত। সোমবার সংসদীয় কমিটিতে একথা বললেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

সংসদের বিদেশ বিষয়ক পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এদিন মূলত অপারেশন সিঁদুর এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেসি বেনুগোপাল, মণীশ তিওয়ারি, মুকুল ওয়াসনিক, প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, অপরাজিতা সারেঙ্গি এবং গুরজিৎ আউজলা। সূত্রের খবর, জয়শঙ্কর সংসদীয় কমিটির সদস্যদের আশ্বস্ত করেছেন যে ভারত কেবল জঙ্গিঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করেই নির্ভুল হামলা চালিয়েছে এবং উত্তেজনা এড়াতে পাকিস্তানকে বিষয়টি জানিয়েছে।

সূত্রের খবর, এদিন সংসদীয় কমিটির বৈঠকে জয়শংকর বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর শুরু হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানকে জানানো হয়েছিল যে কেবল সন্ত্রাসবাদীদের আস্তানাগুলিকে লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়েছে।' এছাড়া পাকিস্তানই যে সংঘর্ষবিরতির অনুরোধ করেছিল, এদিন ফের সেকথা জানালেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ইসলামাবাদের উদ্যোগেই ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক অভিযানের মহাপরিচালকদের (ডিজিএমও) মধ্যে সরাসরি কথা হয়। এরপরই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছিল।'

পাকিস্তানে একে-৪৭ নিয়ে দেশদ্রোহী জ্যোতিকে পাহারা দিত বন্দুকধারীর দল!

এডিনবার্গ, ২৬ মে: পাকিস্তানে 'ভিভিআইপি' ট্রিটমেন্ট পেতেন দেশদ্রোহী ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা! সম্প্রতি এক স্কটিশ ইউটিউবারের পোস্ট করা ভিডিওতে চাঞ্চল্যকর বিষয়টি উঠে এসেছে। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ছ'জন একে-৪৭ নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন জ্যোতিকে। এতেই দানা বেঁধেছে রহস্য। স্কটিশ নাগরিক কলাম মিলি, ইউটিউবে কলাম অ্যাব্রোড নামে তাঁর একটি চ্যানেল রয়েছে। তিনি গত মার্চ মাসে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। লাহোরের আনারকলি মার্কেটে একটি ভিডিও বানাচ্ছিলেন। হঠাৎই দেখেন 'নো ফিয়ার' জ্যাকেট পরে হাতে একে-৪৭ নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন ছ'জন। এরপরেই জ্যোতির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ওই ইউটিউবারের কথায়, পরে বুঝতে পারি ওই ছ'জন বন্দুকধারী মহিলা ইউটিউবারকে পাহারা দিচ্ছিলেন। যদিও বুঝতে পারিনি কেন ওরা মহিলা ইউটিউবারকে পাহারা দিচ্ছিল। কলাম আরও জানান, জ্যোতি তাঁকে বলেছিল পাকিস্তানের আপ্যায়নে তিনি মুগ্ধ। পাশাপাশি কলামকে জ্যোতি জিজ্ঞাসা করেন, এখনও পর্যন্ত কতবার কলাম পাকিস্তানে এসেছেন। তখনই কলাম জানতে পারেন জ্যোতি ভারতীয় ইউটিউবার।

এই ভিডিও প্রকাশ পেতেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এতেই প্রশ্ন উঠছে, ভরা মার্কেটে কেন শুধু জ্যোতির সঙ্গে বন্দুকধারীরা ছিল? কেন তাঁকে এভাবে পাহারা দেওয়া হচ্ছিল পাকিস্তানে? উল্লেখ্য, পাক গুপ্তচরদের সঙ্গে জ্যোতির যোগসাজশের একাধিক তথ্য ইতিমধ্যেই তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। ভারতে পাক হাইকমিশনে কর্মরত দানিশের সঙ্গে জ্যোতির ঘনিষ্ঠতার বিভিন্ন প্রমাণ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। এরই মধ্যে পাকিস্তানে জ্যোতির 'ভিভিআইপি' ট্রিটমেন্টের ভিডিও প্রকাশ্যে এল। যদিও বন্দুকধারীরা আদতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য নাকি জঙ্গি, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। গোয়েন্দাদের অনুমান, দানিশই জ্যোতির জন্য করে এই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

'আমাদের নম্রতাকে দুর্বলতা ভাববেন না'

পাকিস্তানকে বার্তা অভিষেকের

সিওল, ২৬ মে: আমাদের নম্রতাকে দুর্বলতা ভাবলে, তা ভুল হবে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ভারতের অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রসঙ্গে এমনটাই বললেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জাপান হয়ে এই দেশে পৌঁছেছে ভারত সরকারের একটি প্রতিনিধি দল। কেন্দ্রের উদ্যোগেই বিশ্বের নানা দেশে অপারেশন সিঁদুরের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বোঝাতে গিয়েছে সরকারের একাধিক প্রতিনিধি দল।

উল্লেখ্য, ভারত সংযমী, নম্রতায় বিশ্বাসী। হাজার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেনি। বরং, তাদের দেশের মধ্যে থাকা জঙ্গিঘাঁটিগুলি নষ্ট করেছে। সিঁদুরের পর ঠিক এমনটাই দাবি করেছিল, সেনা থেকে প্রধানমন্ত্রী। সোমবারও দক্ষিণ কোরিয়া দেওয়া ভাষণে অভিষেকের মুখে শোনা গেল ওই একই কথা। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রত্যেককেই সংগঠিত ভাবে লড়াই করতে হবে। বিশ্ব থেকে সন্ত্রাসকে দূর করতে হবে। আমরা কোনও রকমের যুদ্ধ চাই না। অশান্তি চাই না। কিন্তু আমাদের নম্রতাকেও দুর্বলতা ভেবে ভুল করবেন না।'

সোমবার দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন অভিষেক। সেখানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগ তোলেন তিনি। তৃণমূল সাংসদের কথায়, 'ভারতের প্রত্যাঘাতে নিহত জঙ্গিদের শেষকৃত্যে যাদের দেখা গেল, তারা কেউ সামান্য পাক জওয়ান নয়। সেনা প্রধান ও সেনার নানা বিভাগের কর্তা। পাকিস্তান যে সন্ত্রাসে সরাসরি মদত জোগায়, এই ঘটনার পর তা কার্যত স্পষ্ট।'

অভিষেকের সংযোজন, 'পহেলগাঁও হামলার ২৪ ঘণ্টা পর টিআরএফ হামলার দায় স্বীকার করে। এই টিআরএফ কারা? এরা হল লস্কর-ই-তইবার ছায়া সংগঠন। আর সেই লস্কর-জইশদের যখন ভারত মারল, তখন ওদেরই শেষকৃত্যে গিয়ে হাজির হল পাক সেনাকর্তা ও প্রধানরা।'

TENDER

E- Tender invited by the Prodhan, **Betai -I Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 02/15th CFC (TIED) (13)/2025-26/BT-1/1e.** Last date of submission **02.06.2025 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd- Prodhan,
Betai -I Gram Panchayat.

TENDER

E- Tender are invited by the Prodhan, **Chanderghat Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat Samity), Chanderghat, Nadia. **NIET NO. 07/5th SFC (TIED) of CGP of 2025-26,** Last date of submission **02.06.2025 upto 6p.m.** visit **www.wbtenders. gov.in**

Sd/- Prodhan,
Chanderghat Gram Panchayat.

TENDER

E- tender are invited by the Prodhan, **Raghunathpur Gram Panchayat** (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill + P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIT No. 02/15 th CFC (UnTied)2025- 2026 And 03/15 th CFC (Tied) 2025- 2026,** Last date of submission **06.06.2025 upto 6p.m**. For details please contact the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Raghunathpur Gram Panchayat.

TENDER

Sealed tender are invited by the **Prodhan, Raghunathpur Gram** Panchayat(Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+P.O.- Raghunathpur, Nadia. **NIT No. 01, Memo No. RGP/80,** Dt. **23.05.2025**, Last date of application **03.06.2025 upto 4p.m.** For details please contact the Office.

Sd/- Prodhan,
Raghunathpur Gram Panchayat.

e-Tender Notice

E- Tender Notice Invited By The Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, Krishnagar,Nadia, Nit No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-06/ 25-26 under 5th SFC Fund 2025 -26. Memo No. 172/DEY/2025-26 Date : 23/05/2025. Last date of submission bid 31/05/2025 up to 11.00 AM Technical bid opening date 02/06/2025 at 02.00 P.M.

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 02/EO/2025-26

E-Tenders are invited for 13 nos Civil & Electric works. Bid Submission start-**27 May, 2025**, Ends- **10th June 2025** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK

NIT No: 09/DOM/MGP/15th FC 2025-26 & 10/DOM/MGP/15th FC 2025-26 Publishing & Submission Start Date: **26.05.2025 from 4.00 PM.** Bid Submission Closing Date: **03.06.2025 up to 12.00 PM.** Bid Opening Date: **05.06.2025 after 12.00 PM.** Details See In: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- PRODHAN
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT

Tender is invited from reputed and empanelled **Architects & Engineers** for sanction of **(G+4) MIG** building of Premises No. 09-0756 Plot no. 2305 in **AA-IIIA** at New Town from N.K.D.A for **BAITUL IMAN Co-operative Housing Society Ltd.** in our email **baitulimanchsl@gmail.com**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

Office of the
Kashipur Gram Panchayat
Vill:Kashipur,P.O: Kashipur, P.S- Rejinagar, Dist-Murshidabad, Pin-742189, Under Beldanda-II Block

TENDER NOTICE

Percentage rate Tender invited vide Niet **No. 01 of 2025-2026 (16th CFC)** with vide Memo **No.175/16th C.F.C/ KGP/ 2025 & Dated:26/05/2025, Niet No. 02 of 2025-2026(16th CFC)** with vide **Memo No.176/16th C.F.C/ KGP/ 2025,** Dated: **19/03/2025**, by The Pradhan Kashipur Gram Panchayet. Last Date of Application **03/06/2025 at upto 6.00 PM.** Interested contractors may visit Notice Board of Kashipur Gram Panchayet under Beldanga-II Dev Block. Murshidabad.

Sd/- Prodhan
Kashipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE
MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-74302 e-mail: mukundabaghgp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 01/MGP/15th FC/2025-26 & 02/MGP/15th FC/2025-26 & 03/MGP/15th FC/2025-26 & 10/MGP/15th FC/2024-25 Dated: 22-05- 2025**. The last date for online submission of tender is **03-06-2025 (Tuesday) up to 16:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Jayanti Mahato
(Prodhan, Mukundabagh GP)

E-TENDER NOTICE

E- Tender Notice Invited By The Prodhan **Deypara Gram Panchayet,** Shimultala, Krishnagar,Nadia, Nit No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-07/25-26 under 15th FC Fund 2025-26(Tied Grant).Memo No. 175/DEY/2025-26 & Nit No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-08/25-26 under 15th FC Fund 2025-26(Tied Grant). Memo No. 176/DEY/2025-26 & Nit No. WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-09/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Tied Grant). **Memo No. 177/DEY/ 2025-26Date : 26/05/2025.** Last date of submission bid **03/06/2025 up to 09.00 AM** Technical bid opening date **05/06/2025 at 09.00 P.M.**

Sd/-Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

Metro Railway, Kolkata

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য টেন্ডারের আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে ৩ নম্বর গেটে হেভি ডিউটি এসকেলেটর চালু করার সাথে সম্পর্কিত এসকেলেটর পিট এবং সংশ্লিষ্ট কাজগুলির নকশা এবং অঙ্কন সহ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সম্পাদন। **কাজের আনুমানিক খরচ :** ২৯,৯২,৫৭৫.৬৯ টাকা, **বায়না মূল্য :** ৫৯,৯০০.০০ টাকা, **সমাপ্তির সময়কাল:** দুই (০২) মাস, **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৬.০৬.২০২৫ তারিখে ১২:০০ টায়। টেন্ডারের নথি এবং অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। **সংশোধনী/শুদ্ধি, যদি থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হবে।**

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিভিল-২৫২৬-২০২৫ (ওপেন)

Follow us at: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 18/FCXVSWM/CON/T/25-26 Dated 26.05.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Operation and Maintenance of 2 nos. Moveable Compactor of 14 cum. capacity. Last date of submission of tender: **10.06.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 17/MF/I.T./T/25-26 Dated 26.05.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Supply and installation of SMF VRLA Batteries, Iron rack and other related accessories. Last date of submission of tender: **10.06.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

TENDER NOTICE

e-Tenders are invited by the **D.P.O., WBCADC Ranaghat-II Project against NIT No. 01/2025-26 (2nd call) Dated: 23.05.2025** for Supplying, fitting & fixing of electrical items in **"New Training Centre"** including electrical wiring at **W.B.C.A.D.C. Ranaghat-II** Project premises [Amounting to Rs. 5,23,587.00] Last Date of Submission of Tender Paper: **05.06.2025** up to **4.30 P.M.** For details please contact the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Deputy Project Officer
WBCADC, Ranaghat-II Project

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২১.০৫.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-৩১-২৫-২৬। কাজের নামঃ** ব্রিজ নং ১৩ সিসিআর-এর স্প্যান নং ৫, ৬ ও ৭ -এর স্যান্ড ব্লাস্টিং এবং মেটালাইজিং-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৩৩,৩৭,৬৬৫.৫০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৩,৬৬,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। SDAH-63/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আদ্রা ডিভিসনে জিএমইউ ক্যাটারিং ইউনিট এবং বিজ্ঞাপনী প্রচারের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের ই-নিলাম

(১) টেন্ডার নোটিস নং সি-১৩০-সিএটিজি-বিকিউএ৪-আরআর-৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে/আদ্রা-৭২৩১২১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ "আদ্রা ডিভিসনের বাঁকুড়া স্টেশনে পিএফ নং ২/৩-এ জিএমইউ ক্যাটারিং ইউনিট (রিফ্রেশমেন্ট রুম)-এর চুক্তিস্বত্ব বণ্টন"। টেন্ডারের ধরন ঃ** ওপেন, **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** দুই প্যাকেট পদ্ধতি। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৫,৫০,৬২০ টাকা। **টেন্ডারিং সেকশন ঃ** ক্যাটারিং, **বায়না অর্থ ঃ** ২,২০০/-, **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ২,৯৫০ টাকা, **টেন্ডার আপলোডিং করার তারিখ ও সময় ঃ** ২০.০৫.২০২৫, দুপুর ১২টা ৪৩ মিনিট। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১২.০৬.২০২৫, দুপুর ১২টা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৫ বছর। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের টেন্ডার দাখিল করতে **আইআরইপিএস** ওয়েবসাইট (**www.ireps.gov.in**) দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **(২) ই-অকশন নোটিস নং সিওএমএমএল.-১/পিইউবি./এডিভিটি/০৫/২৫ তারিখ ২৩.০৫.২০২৫ ● ক্যাটাগরি ঃ বিজ্ঞাপন ● অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি৬৮, ● লট নং/ক্যাটাগরি ঃ এডিভিটি-আদ্রা-এসওএনএ-ওএইচ-১২৪-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে), এডিভিটি-আদ্রা-বিইউআরএন-ওএসএন-১০৮-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরের ওপর (নন ডিজিটাল)), এডিভিটি-আদ্রা-এসওএনএ-ওএসএন-১২৬-২৫-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরের ওপর (নন ডিজিটাল)) ● নিলাম শুরু (সকল লটের) ঃ ০৬.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ঃ০০ঃ০০ ঘ.। ● নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৬.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ঃ৫০ঃ০০ ঘ.। দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

(PR-200) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

দুরন্ত জয়ে শীর্ষে পঞ্জাব কিংস, এলিমিনেটর খেলবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থানের দখল নিয়ে প্রথম কোয়ালিফায়ার খেলা নিশ্চিত করে ফেলল পঞ্জাব কিংস। জয়পুরে ৯ বল বাকি থাকতেই ৭ উইকেটে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে পরাস্ত করল শ্রেয়স আইয়ারের দল।

১৮৫ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ১৮.৩ ওভারে ম্যাচ জিতে নেয় পঞ্জাব। ৯টি চার ও তিনটি ছয়ের সাহায্যে ৪২ বলে ৭৩ করেন তিনে নামা জশ ইনগ্লিস। ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য করেন ৩৫ বলে ৬২। অধিনায়ক শ্রেয়স ১৬ বলে ২৬ রানে অপরাজিত থাকেন। মিচেল স্যান্টনার ২টি ও জসপ্রীত বুমরাহ ১ উইকেট নেন।

এর আগে টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিল পাঞ্জাব কিংস। সূর্যকুমার যাদবের অর্ধশতরান লড়াইয়ে রাখল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে। নির্ধারিত ২০ ওভারে হার্দিক পাণ্ডিয়ার দল তোলে ৭ উইকেটে ১৮৪ রান। সূর্য ৬টি চার ও ২টি ছয়ের সাহায্যে ৩৯ বলে ৫৭ রান করেন। মিচেল স্যান্টনার অপরাজিত থাকেন ১ রানে। রায়ান রিকেলটন ২৭, রোহিত শর্মা ২৪, তিলক বর্মা ১, উইল জ্যাকস ১৭, অধিনায়ক হার্দিক ২৬, নমন ধীর ২০ রান করেন। অর্শদীপ সিং ৪ ওভারে ২৮, মার্কো জানসেন ৪ ওভারে ৩৪ ও বিজয়কুমার ভিশাক ৪ ওভারে ৪৪ রান দিয়ে ২টি করে উইকেট নেন। হরপ্রীত ব্রার নেন ১টি উইকেট। ১৪ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট হলো পঞ্জাবের। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে চারে থাকল মুম্বই।

লখনউকে হারালেই প্রথম কোয়ালিফায়ারে আরসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ লখনউয়ে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে হারালেই প্রথম কোয়ালিফায়ারে খেলা নিশ্চিত হয়ে যাবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। হেরে গেলে খেলতে হবে এলিমিনেটর। রজত পাটীদার ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলবেন, ফলে জিতেশ শর্মা আরসিবিকে নেতৃত্ব দেবেন। লুঙ্গি এনগিডি আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের প্রস্তুতি নিতে দেশে ফিরেছেন। তাঁর জায়গায় আরসিবি একাদশে ফিরছেন জশ হ্যাজলউড। টিম ডেভিডের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন লিয়াম লিভিংস্টোন বা টিম সেইফার্ট। জিম্বাবোয়ের ব্লেসিং মুজারাবানিও এসে গিয়েছেন। নজর থাকবে বিরাট কোহলির দিকেও।

গিলকে পরামর্শ গাভাসকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের নয়া টেস্ট অধিনায়ককে বড় বড় বার্তা দিলেন সুনীল গাভাসকরের। তিনি বলেন, যে অধিনায়ক হন তাঁর উপর সব সময় চাপ থাকে। দলের সাধারণ সদস্য হলে তাঁর কাছের প্লেয়ারদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার কথা বলেন। কিন্তু তিনিই যখন অধিনায়ক হন তখন সকলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হয় যাতে সম্মান আদায় করতে অসুবিধা না হয়।

পুরীর সমুদ্রে উল্টে গেল স্পিড বোট, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন সস্ত্রীক স্নেহাশিস

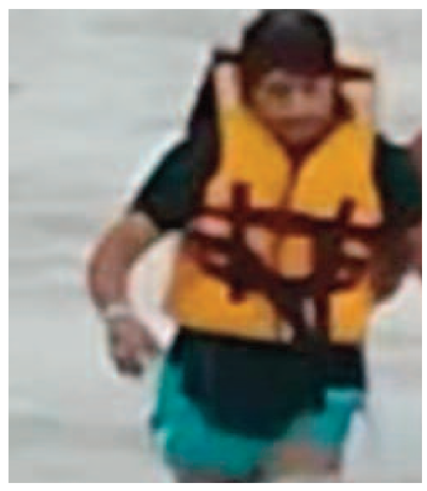

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরীতে বেড়াতে গিয়ে বরাত জোরে প্রাণে বাঁচলেন সস্ত্রীক স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। ঘটনাটি ঘটে লাইটহাউস এলাকায় সোনার বাংলা হোটেলের উল্টোদিকে। সিএবি সভাপতি তথা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদা স্নেহাশিস বলেন, রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিই স্পিড বোটে চড়ার। একেবারে শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত। আমাদের সঙ্গে আরেক দম্পতি ছিলেন লাইফগার্ডও ছিলেন। দুটি বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় বোটটি উল্টে যায়। আমরা আটকে পড়ি। পরে লাইফগার্ড, নুলিয়ারা এসে আমাদের উদ্ধার করেন। গত ৩১ বছর ধরে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে পুজো দিতে আসছি। তিনিই এবার আমাদের রক্ষা করলেন। এ যেন দ্বিতীয় জীবন পাওয়া। স্নেহাশিসের স্ত্রী অর্পিতা গঙ্গোপাধ্যায় জানান, স্পিড বোটে ১০ জনের বসার জায়গা ছিল। চারজনকে নিয়েই দিনের শেষ বোটটি ছাড়তে চান স্পিড বোট চালানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা। সমুদ্রে তখন বড় বড় ঢেউ। বোট ভরেনি দেখে উঠতে চাননি স্নেহাশিস। কিন্তু বোটের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা অভয় দিয়ে বলেন, কিছু হবে না। এরপর জনা চারেক যাত্রী নিয়ে বোট ছাড়া হয়। কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পর বড় ঢেউয়ে বোটটি উল্টে যায়। বোটের তলায় চাপা পড়ে যান অর্পিতা। বোটের কর্মীরাও অনভিজ্ঞ হওয়ায় জটিল হয় পরিস্থিতি। অবশেষে বিচে থাকা লাইফগার্ডদের তৎপরতায় সকলে রক্ষা পান। জানা গিয়েছে, প্রশাসনের বৈধ অনুমতি না নিয়েই সংশ্লিষ্ট সংস্থা স্পিড বোটের অ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা করেছে পর্যটকদের জন্য। অর্পিতা জানান, কলকাতায় ফিরে তাঁরা ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ সুপারকে চিঠি লিখে অবৈধ এই স্পিড বোটগুলি বন্ধের দাবি তুলবেন। যাতে ওই সংস্থার মুনাফার লোভে পর্যটকদের জীবন সংশয়ের মুখে আর না পড়ে।

মহমেডানে নজরুলজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহমেডান ক্লাবের উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালন, ছায়ানট কলকাতার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। ছায়ানটের সদস্যরা নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন। কবি নজরুলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই প্রথম ময়দানের কোনও ক্লাবের উদ্যোগে নজরুলের জন্মদিবস পালন করা হলো, দাবি আয়োজকদের। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান, ক্লাবের কার্যনির্বাহী সভাপতি কামরুজ্জামান, ইশতিয়াক আহমেদ রাজু, পারভেজ রাজা, ছায়ানট কলকাতার সভাপতি সোমঋতা মল্লিক প্রমুখ। ১৯৩৪ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিগ জয়ের পর নজরুল যে 'মোবারকবাদ' কবিতাটি লেখেন তা সম্বলিত স্মারক উন্মোচিত হয়। তুলে ধরা হয় নজরুলের ফুটবলপ্রেমের কথাও।

কলকাতার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে ক্যারম প্রতিযোগিতায় ক্যারম খেললেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। উপস্থিত ছিলেন পুরপিতা বিজয় উপাধ্যায়।

বিধাননগরে জমজমাট ফুটবল

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতি বছরের মতো এবারও বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস আকাদেমি আয়োজন করেছিল ব্লু ক্লাবস লিগের। এআইএফএফের গাইডলাইন মেনে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ১ এপ্রিল। শেষ হলো গত শনিবার । অনূর্ধ্ব ৮, অনূর্ধ্ব ১০ এবং অনূর্ধ্ব ১২ বিভাগ ছিল। অনূর্ধ্ব ৮ ও ১০ বিভাগের বিজয়ী এস অ্যান্ড এস ফুটবল স্কুল। অনূর্ধ্ব ১২ বিভাগে বিজয়ী পানিহাটি ফ্যাশন জোন ফুটবল আকাদেমি। তিন বিভাগেই বিজিত বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস আকাদেমি।

ভারতের কাছে লড়ে হার সন্তোষ ট্রফিজয়ী বাংলা দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ফুটবল দলের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে দুরন্ত লড়াই চালাল সন্তোষ ট্রফিজয়ী বাংলা দল। সোমবার নিউ টাউনে ন্যাশনাল সেন্টার অব এক্সেলেন্সে ভারত ২-১ গোলে হারাল বাংলাকে। ভারতীয় দলের হয়ে গোল দুটি করেন ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ ও আশিক কুরুনিয়ান। বাংলার হয়ে একমাত্র গোলটি ইসরাফিল দেওয়ানের।

রবিবার বারপুজোর মধ্যে দিয়ে নতুন মরশুমের সূচনা হলো বেহালা এসএস স্পোর্টিং ক্লাবের। উপস্থিত ছিলেন দলের কোচ, ফুটবলার ও অফিসিয়ালরা।

মিশন ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ড সফরের আগে কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিলেন ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর।

কুম্বলে অবাক ভারতের নয়া টেস্ট অধিনায়ককে দেখে

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুভমান গিল ভারতের টেস্ট অধিনায়ক হওয়ায় অবাক অনিল কুম্বলে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও কোচ ভেবেছিলেন জসপ্রীত বুমরাহকে রোহিত শর্মার উত্তরসূরি হিসেবে বেছে নেওয়া হবে। শুভমান অস্ট্রেলিয়াতেও সব টেস্ট খেলেননি।

কুম্বলে মনে করেন, আগে টেস্ট দলে ব্যাটার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন গিলের। সেই সঙ্গে গিলকে টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবেও দীর্ঘ সময় দেওয়ার পক্ষপাতী কুম্বলে। অধিনায়ক হিসেবে গিল যে ঠান্ডা মাথার গুজরাত টাইটান্সে তাঁর নেতৃত্ব দেখে উপলব্ধি কুম্বলের। সাদা বলের মতো টেস্ট ক্রিকেটেও ব্যাটিং গিলের অধিনায়কত্বে প্রভাব ফেলবে না বলে কুম্বলে আশাবাদী। তবে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের অনুপস্থিতিতে ইংল্যান্ড সফরে ভারতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

চাপেই ভরাডুবি কেকেআরের, অসহায় রাহানের গলায় তেমনই সুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা নাইট রাইডার্স চলতি আইপিএলে চূড়ান্ত ব্যর্থ। দিল্লিতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে ১১০ রানে শেষ ম্যাচে হারের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানের ইঙ্গিত, দলগত ও ব্যক্তিগত প্রত্যাশার চাপেই ভরাডুবি। রাহানের কথায়, প্রস্তুতির নিরিখে সকলেই সেরাটা দিয়েছেন। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরের বছর খেতাব ধরে রাখা সহজ নয়। সব দল ভালো প্রস্তুতি নিয়ে নেমেছে। আমরাও সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এবার চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। কিছু মুহূর্ত বা সুযোগ আমাদের পক্ষে ছিল। তবে দলগতভাবে ভালো খেলতে পারেনি । ক্লোজ ম্যাচগুলি জিতলে তা ফারাক গড়ে দেয়। আমরা আগামী বছর আরও শক্তিশালী হয়ে নামব।

দলের ২-৩ জন ব্যাটারের ব্যাড প্যাচ কেকেআরের ব্যাটিং বিভাগকে ভুগিয়েছে বলে উল্লেখ করেন রাহানে। তিনি বলেন, কয়েকটা মরশুম ভালো খেললে সেই প্লেয়ারদের উপর প্রত্যাশার চাপ বাড়ে। নিজেরা কতটা ভালো তা প্রমাণের তাগিদ থাকে প্লেয়ারদের উপর। তা থেকেই নিজের উপর সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার ও সমর্থকদের প্রত্যাশা বাড়তে থাকে, সেটাই স্বাভাবিক। এবারের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

কেকেআরের বোলাররাও চমকপ্রদ পারফরম্যান্স উপহার দিতে পারেননি। রাহানের কথায়, পিচ ব্যাটারদের সহায়ক থাকায় দুশো বা তার বেশি রান উঠেছে অনেক ম্যাচে। তা সত্ত্বেও আমি মনে করি বোলিং ইউনিট ভালো করেছে। এই ফরম্যাটে কিছু ম্যাচে বোলারদের বেশি রান দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরা, বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারিনরা স্বচ্ছ ভাবনা নিয়েই বোলিং করেছেন। রাহানের আশা, দলের সকলেই অভিজ্ঞ। আর সে কারণেই এবারের শিক্ষা থেকে আগামী মরশুমে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব।

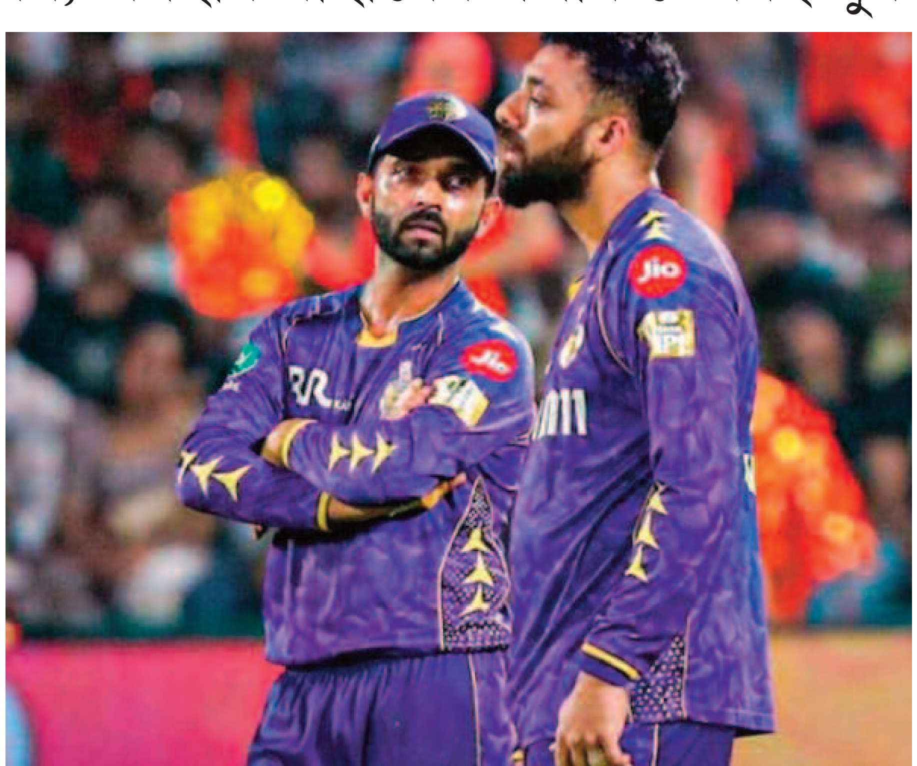

দ্বিতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আসরে সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিএবি পরিচালিত দ্বিতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আসরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

দুই দলের ক্রিকেটারদের তিনি উজ্জীবিত করেন। সুবার্বান ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছে বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন। সোমবার বৃষ্টিতে মাত্র ৭ ওভার খেলা হয়। সুবার্বান ৪৯ ওভারে ৫ উইকেটে ২৮৪ রান তুলেছে। ম্যাচের ওভার কমিয়ে ৫৮ করা হয়। কিন্তু গতকালের বৃষ্টিতে ম্যাচ ব্যাহত হওয়ায় আজ রিজার্ভ ডে-তে খেলা হবে ৪০ ওভার। বেহালা ফ্রেন্ডসের টার্গেট ২৩৩। বেহালা ফ্রেন্ডসের কর্তা শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক বলেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তির সঙ্গে সাক্ষাত আমাদের ক্রিকেটাররা অনুপ্রাণিত। খেলা হলে জেতার বিষয়ে আশাবাদী।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**